বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>011>>27 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০১১ >> << ২৭শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

পাকিস্তান আফগানিস্তান সংঘাতের পর সীমান্ত বন্ধ

কাবুল ঃ তালেবান শাসনাধীন আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘাত গুরুতর আকার নিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কাবুলে পাকিস্তান বিমানবাহিনী হামলা করে। শনিবার আফগানিস্তান পাকিস্তানের সীমান্তের পোস্টে হামলা চালায়। পাকিস্তান জানিয়েছে, তাদের ২৩ জন সেনা মারা গেছেন। আফগানিস্তান জানিয়েছে, পাকিস্তানের হামলায় তাদের নয়জন মারা গেছেন। তবে পাকিস্তানের দাবি, তাদের হামলায় দুইশ জন আফগান তালেবান নিহত হয়েছেন। আর আফগানিস্তানের দাবি, তাদের হামলায় ৫৮ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তান সরকারিভাবে কাবুলের হামলার কথা স্বীকার না করলেও পাকিস্তানি কর্মকর্তারা বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, তাদের বিমানহামলা হয়েছে কাবুলের একটি বাজার অঞ্চলে। আর আফগান বাহিনী সীমান্তে পাকিস্তানের পোস্টের উপর বন্দুক দিয়ে হামলা করে। তার জবাবে পাকিস্তানের সেনাও গুলিগোলা চালিয়েছে। দুই দেশের দাবি, তারা একে অপরের সীমান্তঘাঁটি ধ্বংস করেছে। পুরো সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভারত সফররত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি বলেছেন, ''শান্তি-প্রয়াস সফল না হলে আমাদের হাতে অন্য বিকল্প আছে।''

বাজার দর

SENSEX : 82327.05 -173.77
NIFTY : 25227.35 -58.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .23 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .45 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

দুর্গাপূজা আয়োজন নিয়ে সন্তোষ, সরকারের প্রতিক্রিয়ায় আতঙ্ক

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে এ বছরের শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসাহউদ্দীপনায় উদ্যাপিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে পূজা উদ্যাপন পরিষদ। তবে একটি বিষয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন তারা। সোমবার ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান। সারা দেশে এবার অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূজা উদযাপিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উৎসব আয়োজনে সরকার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে তাদের পাশে ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোরও সক্রিয় সহযোগিতা তারা পেয়েছেন। তবে দুর্গোৎসব শুরু হওয়ার আগে অন্তত ১৪টি জেলায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে জানিয়ে বাসুদেব ধর বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের কারণে কয়েকটি স্থানে দুর্বৃত্তরা ধরাও পড়ে। পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর আরো বলেন, পূজা 'সুন্দরভাবে' হলেও কোনো কোনো প্রতিমার অবয়বে অশুভশক্তির প্রকাশে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি বা অসচেতনতাকে কেন্দ্র করে সরকারের পদক্ষেপে পূজার আয়োজক ও প্রতিমাশিল্পীদের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। বাসুদেব ধর বলেন, ''প্রতিমায় যে অবয়ব প্রকাশের কথা বলা হচ্ছে, তা নতুন বা হঠাৎ এ বছরই হয়েছে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। অতীতে অনেক প্রতিমায় তা শিল্পী বা অয়োজকেরা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। এবার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।'' এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার মন্তব্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হওয়ার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ৫ অক্টোবর 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' হানার অজুহাতে শিল্পী, পূজারি ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা ঘোষণার পর কিছু পদক্ষেপের কথা জানা যাচ্ছে। থানায় সাধারণ ডায়েরি দায়ের ও সরকারি তদন্তের কথা বলা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যের পর পূজার আয়োজক ও প্রতিমাশিল্পীদের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে যেকোনো পূজা-পার্বণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।'' সরকার বিষয়টি নজরে আনার পর সম্ভাব্য অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে পূজা উদ্যাপন পরিষদ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল দাবি করে বাসুদেব ধর বলেন, ''সরকার, সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি একযোগে সমস্যাটির সমাধান করে। এতে পূজার উৎসবে ভাটা পড়েনি। অথচ পূজা শেষ হওয়ার পর বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে, যা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত করতে পারে।''

দুর্গাপুরে গণধর্ষণ ঃ ধৃত পাঁচ, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

দুর্গাপুর ঃ শুক্রবার গণধর্ষিতা হন এমবিবিএস-এর প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ওড়িশার জলেশ্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে পড়তে এসেছিলেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে ফের গণধর্ষণ। ২০২৪-এর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার স্মৃতিকে উসকে দিয়ে এবার গণধর্ষণের শিকার দুর্গাপুরের এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী। ঘটনায় কলেজের প্রাক্তন নিরাপত্তা কর্মীসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাঁচজনকে।

ঘটনার পরে, রোববার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

কী ঘটেছিল

ওড়িশারজলেশ্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন নির্যাতিতা। শুক্রবার ১০ অক্টোবর সহপাঠীর সঙ্গে হোস্টেলের বাইরে যান ওই তরুণী। কলেজকে লেখা বয়ানে তিনি জানিয়েছেন, রাত আটটা থেকে আটটা ৪৫-এর মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। প্রথমে তিন জন মিলে তরুণীকে ঘিরে ধরে। পরে আরো দুই জন্য আসে। পাঁচ জন ধর্ষণ করে ওই ডাক্তারি ছাত্রীকে। তার ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে, ফোন ফেরত দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দাবি করা হয়। ঘটনায় গ্রেপ্তার পাঁচজনের পাশাপাশি তরুণীর ওই সহপাঠীকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

ঘটনার পরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাজি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন। শনিবার তরুণীর বাবার সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। ওড়িশা সরকার নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

মমতার মন্তব্যে বিতর্ক

অন্যদিকে, এই ঘটনার পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় এক নতুন বিতর্ক। রোববার উত্তরবঙ্গে রওনা দেওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এটা শকিং ঘটনা। তবে এটা বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। সেখানে দায়িত্ব কার? কীভাবে ওই মেয়েটি রাত সাড়ে ১২টায় বাইরে বেরলো? আমি যতদূর জানি ওটা জঙ্গল এলাকা। আমি জানি না রাত সাড়ে ১২টায় কী ঘটেছিলো। তদন্ত চলছে। যদিও আমি ঘটনাটিতে স্তম্ভিত হয়েছি, তাও বলবো, বেসরকারি কলেজকে তাদের ছাত্র ছাত্রীদের দায়িত্ব নিতে হবে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে রাত্রে বেরোনোর অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। তাদেরকেও তো নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

তরুণীর বয়ান অনুযায়ী, সাড়ে ১২টা নয়, ঘটনাটি হটেছে আটটার কিছু পরে। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক। একাধিক সমাজকর্মীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য 'অসংবেদনশীল'। পরে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেন, তার মন্তব্যকে 'বিকৃত' করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'যে কেউ যেখানে খুশি যেতে পারে, সেটা তার অধিকার।' তবে হোস্টেলের একটা 'পদ্ধতি' আছে বলে মনে করিয়ে দেন তিনি।

হোয়াইট হাউসে 'ভূত' দেখার দাবির কতটা সত্য

ওয়াশিংটন ঃ হোয়াইট হাউসযুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি আবাস। রাজধানী ওয়াশিংটনের ঐতিহাসিক এ ভবনে প্রেসিডেন্ট কেবল তাঁর পরিবার নিয়েই থাকেন না বরং প্রেসিডেন্টের সরকারি দপ্তরও এটি। হোয়াইট হাউসের দোতলায় একটি বিশেষ শয়নকক্ষ (বেডরুম) রয়েছে। নাম 'লিংকন বেডরুম'। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের নামে এ কক্ষের নাম। এ শয়নকক্ষটি বিশেষ কেন, সেটা জানার আগে আসুন, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন সম্পর্কে কিছু দরকারি তথ্য জেনে নেওয়া যাক। আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট। তাঁর জন্ম কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যে, ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবামা ভার্জিনিয়ায় জন্মেছিলেন। লিংকনের বয়স যখন আট বছর, তখন তাঁরা সপরিবার ইন্ডিয়ানায় পাড়ি জমান। ১০ বছর বয়সে মাকে হারান লিংকন। পরে লিংকন ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে চলে যান। একসময় খামারে কাজ করতেন লিংকন। যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ইলিনয়ের আইনসভায় আট বছর কাজ করেছেন। আইন পেশায় যুক্ত ছিলেন। পরে রিপাবলিকান দলের রাজনীতিতে যুক্ত হন। ইলিনয় থেকেই প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। আব্রাহাম লিংকন নির্বাচনে জিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন ১৮৬১ সালের ৪ মার্চ। সাফল্যের সঙ্গে প্রথম দফা কাটান তিনি। মার্কিন সমাজ থেকে দাসপ্রথার চূড়ান্ত বিলোপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল প্রেসিডেন্ট লিংকনের। নিজ দল রিপাবলিকান দলকে জাতীয় পর্যায়ে শক্ত ভিত্তি গড়ে দিতেও ভূমিকা ছিল তাঁর। ১৮৬৪ সালের নির্বাচনে আবারও জয় পান লিংকন। দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে যান তিনি। সঙ্গী হন ফার্স্ট লেডি ম্যারি অ্যান টড লিংকন। কিন্তু এবার আর বেশি দিন হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা থাকতে পারেননি আব্রাহাম ও মেরি লিংকন। ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল। দিনটা ছিল শুক্রবার। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম কালো একটি দিন হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে দিনটি। ওই দিন ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট লিংকন। সেখানে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। এর পর থেকে বছরের পর বছর ধরে হোয়াইট হাউসে বসবাস করা ও কর্মরত অনেকেই বলেছেন, তাঁরা সাদা এ বাড়িতে ভূতের দেখা পেয়েছেন। ভুতুড়ে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত যাঁর নাম, তিনি প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের 'ভূত'! হোয়াইট হাউসে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন জেরি স্মিথ। তিনিই প্রথমবারের মতো আব্রাহাম লিংকনের 'ভূত দেখার' কথা প্রকাশ্যে জানান। ১৯০৩ সালের এ ঘটনা পত্রপত্রিকায় শোরগোল ফেলেছিল। ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এরপর বছরের পর বছর গড়িয়েছে, বহুবার এমন ঘটনার কথা সামনে এসেছে। আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে দোতলার আলোচিত 'লিংকন বেডরুম' কিংবা 'ইয়েলো ওভাল রুমে' এমন ঘটনার কথা জানা যায়। প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজের স্ত্রী ফার্স্ট লেডি গ্রেস অ্যানা কুলিজ এবং নেদারল্যান্ডসের রানি উইলহেমিনা দাবি করেন, তাঁরাও হোয়াইট হাউসে আব্রাহাম লিংকনের 'ভূত' দেখেছেন। হোয়াইট হাউসের কুকুরগুলোও নাকি নানা অদ্ভুত উপস্থিতি টের পেত। সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ও ফার্স্ট লেডি ন্যান্সি রিগ্যানের 'রেক্স' নামে একটি কুকুর ছিল। প্রায়ই 'লিংকন বেডরুমের' সামনে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করত কুকুরটি। ভেতরে ঢুকতে চাইত না। এটাকেও 'ভূত' দেখার ঘটনার সঙ্গে মেলান অনেকে। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের নামে হোয়াইট হাউসে একটি শয়নকক্ষ রয়েছে, এটা আগেই বলা হয়েছে। এটি মূলত একটি অতিথি কক্ষ। হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এ কক্ষের অবস্থান। প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের আমলে (১৯৪৮-১৯৫২) হোয়াইট হাউসে একদফা সংস্কারকাজ করা হয়েছিল। তখন এ কক্ষটি ভিক্টোরিয়ান আদলে সাজিয়ে তোলা হয়। প্রেসিডেন্ট লিংকনের আমলে কেনা আসবাব দিয়ে সাজানো হয় কক্ষটি। এ কক্ষের রোজউডের বিশাল পালঙ্কটি ফার্স্ট লেডি মেরি অ্যান টড লিংকন নিজে সংগ্রহ করেছিলেন। বিশালাকারের এ পালঙ্ক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন নিজে ব্যবহার করতেন বলে মনে করেন অনেকে। যদিও এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ২০০২ সালে তখনকার ফার্স্ট লেডি লরা বুশের (প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের স্ত্রী) তত্ত্বাবধানে লিংকন বেডরুম নতুন করে সাজানো হয়। তখন কক্ষটিকে আরও সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁতভাবে ১৮৬০-এর সময়কার আদলে সাজিয়ে তোলা হয়। সংস্কার প্রকল্পটি শেষ হয় ২০০৫ সালের নভেম্বরে। যাই হোক, ঐতিহাসিক লিংকন বেডরুমে কখনো প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ছিলেন কি না, সেটা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। জানার আগ্রহ রয়েছে। উত্তরটা সহজ'না'। আব্রাহাম লিংকনের আমলে এ কক্ষ আদতে শয়নকক্ষ ছিল না। ওই সময় এ কক্ষটিকে নিজের দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করতেন আব্রাহাম লিংকন।

সংঘাত যদি শুল্ক না থাকত, আপনি কখনোই সেই যুদ্ধ থামাতে পারতেন না

এবার পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সীমান্ত সংঘাত বন্ধ করতে চান ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ঃ গাজা যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার জন্য মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষের কথা শুনেছেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাসে সহায়তা করতে আগ্রহী।

এ সময় ট্রাম্প বলেন, তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় দক্ষ। গত শনিবার রাত থেকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়, পরদিন রোববার সকাল পর্যন্ত ওই সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল।

পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) বলেছে, কাবুলের আগ্রাসনের জবাব দিতে গিয়ে পাকিস্তানের ২৩ সেনা শহীদ হন এবং তালেবান ও সংশ্লিষ্ট ২০০ জঙ্গি নিহত হয়েছেন।

আফগানিস্তান এই সংঘর্ষে পাকিস্তানের ৫৮ সেনা নিহত হওয়ার দাবি করেছে।

গাজা যুদ্ধ বন্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেছেন ট্রাম্প। ইসরায়েলে যাওয়ার পথে উড়োজাহাজের ভেতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি কথা বলেন।

নোবেল কমিটির প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে বলছি, এবারের পুরস্কারটি ২০২৪ সালের জন্য দেওয়া হয়েছেতবে কেউ কেউ এমনও বলেছেন, এবার হয়তো ব্যতিক্রম করা যেত। কারণ, ২০২৫ সালজুড়ে অনেক কিছুই ঘটেছে, যেগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে, শেষ করা হয়েছে এবং দুর্দান্ত কাজ হয়েছে।

সেখানে গাজা যুদ্ধ বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'এটা হবে অষ্টম যুদ্ধ, যেটি আমি সমাধান করেছি। আমি শুনেছি, এখন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছে। আমাকে বলতে হচ্ছে, ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমি এখন অন্য একটি (যুদ্ধ) নিয়ে কাজ করছি। যেহেতু আমি যুদ্ধ থামাতে দক্ষ, আমি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে দক্ষ এবং এটা করা আমার জন্য সম্মানের। আমি লাখো মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি।'

এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো। এ নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'নোবেল কমিটির প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে বলছি, এবারের পুরস্কারটি ২০২৪ সালের জন্য দেওয়া হয়েছেতবে কেউ কেউ এমনও বলেছেন, এবার হয়তো ব্যতিক্রম করা যেত। কারণ, ২০২৫ সালজুড়ে অনেক কিছুই ঘটেছে, যেগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে, শেষ করা হয়েছে এবং দুর্দান্ত কাজ হয়েছে।' তবে এসব কাজ নোবেল পুরস্কার জয়ের জন্য করেননি বলে জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমি এগুলো নোবেল পুরস্কারের জন্য করিনি, আমি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এসব করেছি।'

পাকিস্তান বলেছে, কাবুলের আগ্রাসনের জবাব দিতে গিয়ে পাকিস্তানের ২৩ সেনা শহীদ হয়েছেন এবং তালেবান ও সংশ্লিষ্ট ২০০ জঙ্গি নিহত হয়েছেন। আফগানিস্তান এই সংঘর্ষে পাকিস্তানের ৫৮ সেনা নিহত হওয়ার দাবি করেছে।

এদিন ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা নিয়েও কথা বলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'ভারত-পাকিস্তানের কথা ভাবুন। ওইসব যুদ্ধের কথা ভাবুন, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে চলছে। আমরা ৩১ বছর ধরে চলা, ৩২ বছর ধরে চলা এবং ৩৭ বছর ধরে চলতে থাকা যুদ্ধ দেখেছি। আর আমি এগুলোর প্রতিটিই শেষ করেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা মাত্র এক দিনে। এটা বেশ ভালো।'

ভারত ও পাকিস্তানের বেলায় আমি বলেছি, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র আছে এবং যদি আপনার একটি যুদ্ধ করতে চান। তবে আমি আপনাদের দুজনের ওপরও বড় আকারে শুল্ক আরোপ করব।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ট্রাম্প আরও বললেন, তিনি কয়েকটি যুদ্ধ কেবল শুল্কের ভিত্তিতেই সমাধান করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের বেলায় আমি বলেছি, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র আছে। যদি আপনারা যুদ্ধ করতে চান, তবে আমি আপনাদের দুজনের ওপরও বড় আকারে শুল্ক আরোপ করব। যেমন হতে পারে ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ কিংবা ২০০ শতাংশ...আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই বিষয় সমাধান করেছি। যদি শুল্ক না থাকত, আপনি কখনোই সেই যুদ্ধ থামাতে পারতেন না।' চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল, চার দিন ধরে সেই সংঘাত চলেছিল। ট্রাম্প প্রায়ই দুই বৈরী প্রতিবেশীর মধ্যে ওই সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন।

বিজয়ের বিষয়ে বিভ্রম ঃ যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নতুন সংকট

নিউইয়র্ক ঃ গাজা যুদ্ধ ও ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা ইসরায়েলের ভাবমূর্তিতে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তিতে মারাত্মক আঘাত হেনেছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা যুদ্ধ শুধু মানবিক বিপর্যয় ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞই ঘটায়নি বরং এটি ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি বিশেষ করে মার্কিন জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলেছে, গাজায় সংঘটিত গণহত্যার পর বিশ্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের জনমনে ইসরায়েলের অবস্থান পুনর্গঠন আদৌ সম্ভব কি না। এটিকে তেলআবিবের জন্য এক বড় পরীক্ষা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী, গত কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন জনগণের সহানুভূতি নেমে এসেছে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। গাজায় দুই বছরব্যাপী যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আসতেই দেখা যাচ্ছে– অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক এখন ইসরায়েল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করছেন এবং এই দখলদার কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে সমাজের বৃহৎ অংশের সমর্থন হারাচ্ছে। এমনকি ১৯৯৮ সাল থেকে পরিচালিত জরিপগুলোর ইতিহাসে এবারই প্রথম, অধিকাংশ মার্কিন ভোটার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, ইসরায়েলের প্রতি নয়।

ওয়াশিংটন পোস্ট–এর সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ইহুদি মনে করেন গাজা যুদ্ধে ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধ করেছে আর প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন বিশ্বাস করেন, ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে। এমনকি কিছু জায়নিস্ট থিঙ্ক ট্যাঙ্কও স্বীকার করেছে, গাজায় চলমান এই নৃশংসতা ইসরায়েলের নিরাপত্তার ভিত্তি এবং পশ্চিমা সভ্যতার স্থিতি দুটোই কাঁপিয়ে দিয়েছে।

ইসরায়েলের ভাবমূর্তি পতনের প্রধান দিকগুলো

১. যুক্তরাষ্ট্রে জনসমর্থনের অবনতি

সাম্প্রতিক জরিপগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলের প্রতি মার্কিনীদের সহানুভূতি কয়েক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। গাজায় গণহত্যার কারণে অনেক মার্কিন নাগরিক বিশেষত তরুণ ও সংখ্যালঘুরা ইসরায়েলের নীতিকে অমানবিক ও বর্ণবাদী বলে মনে করছেন।

নিউইয়র্ক টাইমসসহ মূলধারার পশ্চিমা গণমাধ্যম এই পরিবর্তন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং এটিকে ইসরায়েলের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের জন্য এক বড় পরীক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেছে।

২. ইউরোপে ইসরায়েলের অবস্থান পতন

গাজায় শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলি সামরিক হামলা ইউরোপীয় জনমনে এই রাষ্ট্রের নৈতিক বৈধতাকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ইউরোপের ঐতিহ্যগত মিত্র রাষ্ট্রগুলো এখন ইসরায়েলকে কৌশলগত বোঝা হিসেবে দেখছে।

ইউরোপীয় সমাজের তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয়রা ইসরায়েলের নীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমানভাবে সমালোচনামুখর।

মানবিক সহায়তাকারী নৌবহর আল–সুমুদএর ওপর হামলা এবং গাজার বেসামরিক গণহত্যা ইউরোপে জনরোষ ও প্রজন্মগত বিভাজন আরও গভীর করেছে।

৩. বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

বিভিন্ন মহাদেশে ফিলিস্তিনের পক্ষে ব্যাপক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বহু রাষ্ট্র জনচাপের মুখে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৪. মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা

গাজা যুদ্ধের ভয়াবহ ছবি ও ভিডিও বিশ্বব্যাপী মানুষের অনুভূতিতে নাড়া দিয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি গভীর সহানুভূতির ঢেউ সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীন সাংবাদিক ও প্রতিবেদকরা বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গাজার পরিস্থিতি তুলে ধরছেন যা পশ্চিমা মূলধারার মিডিয়ার প্রচারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের ভাবমূর্তির পতন শুধু একটি আবেগজনিত বা মিডিয়ানির্ভর পরিবর্তন নয় বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক কৌশলগত রূপান্তর।

গাজা যুদ্ধ ও ফিলিস্তিনি গণহত্যা কেবল মানবিক সংকটই নয় এটি বিশ্ব জনমনে ইসরায়েলের অবস্থানকে গভীরভাবে দুর্বল করে দিয়েছে।

এই পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক রাজনীতি এবং ইসরায়েলি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভবিষ্যতের ওপর।

ব্রিকসে ফিলিস্তিন ঃ ঔপনিবেশিক শৃংখল মুক্তির পথে একটি নয়া পদক্ষেপ

গাজা ঃ ব্রিকস গ্রুপে ফিলিস্তিনের প্রবেশ যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি কেবল একটি কূটনৈতিক ঘটনা নয় বরং বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির পথে একটি নতুন মোড়।

মিডল ইস্ট মনিটর সম্প্রতি একটি নিবন্ধে লিখেছে, ব্রিকস, যা প্রাথমিকভাবে উদীয়মান দেশগুলোর একটি অর্থনৈতিক জোট হিসেবে পরিচিত ছিল, সেটি এখন একটি ব্লকে পরিণত হয়েছে। যে ব্লকটি কেবল বিশ্বব্যাপী আর্থিক কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ করছে না বরং রাজনৈতিক, নৈতিক এবং ঐতিহাসিক আখ্যানকেও পুনর্নির্ধারণ করছে। পার্সটুডে আরও জানায়, বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের মাঝে, ফিলিস্তিন এমন একটি সংগ্রামের প্রতীক যাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি। আফ্রিকা এবং এশীয় অনেক দেশ নিজেদেরকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু ফিলিস্তিন এখনও সামরিক দখল, অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে রয়েছে।

ব্রিকসে ফিলিস্তিনের যোগদান কেবল একটি ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতিকারই নয় বরং উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্তির পথে একটি নতুন পর্যায়ের ঘোষণাও। যে পর্যায়ে কেবলমাত্র প্রতিরোধ একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণে সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ তৈরি করারও ইঙ্গিত দেয়। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলন ছিল নতুন স্বাধীনতা লাভকারী দেশগুলোর জন্য ক্ষমতার দুই মেরু থেকে মুক্ত একটি বিশ্ব গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা। তারা ঘোষণা করেছিল যে তারা আর শীতল যুদ্ধের বলি হতে চায় না বরং তারা ভবিষ্যৎ বিশ্ব গঠনে ভূমিকা রাখতে চায়। আজ ব্রিকস সেই প্রত্যাশিত আদর্শেরই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী, তবে আরও বেশি কার্যকর হাতিয়ার সহ ঃ

পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত একটি উন্নয়ন ব্যাংক

ডলারের ওপর নির্ভরতা কমানোর কৌশল

দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিশ্বের ৪০ শতাংশেরও বেশি জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী একটি রাজনৈতিক ব্লক।

এমন প্রেক্ষাপটে, ফিলিস্তিন আর পরিচালনা করার জন্য সমস্যা নয় বরং ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা পালন করার মতো একটি অংশীদার। এই পরিবর্তন কেবল নীতিগত স্তরেই নয় বর্ণনামূলক স্তরেও রূপান্তরকামী। পশ্চিমা মিডিয়াতে প্রায়ই অস্থিরতার উৎস হিসেবে চিত্রিত ফিলিস্তিনকে ব্রিকসে মর্যাদা এবং প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

লোক দেখানো স্বীকৃতির উর্ধ্বে সহানুভূতি এবং জোটের মধ্যে পার্থক্য

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু ইউরোপীয় দেশ ফিলিস্তিনকে লোক দেখানো স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এই স্বীকৃতি প্রায়ই বাস্তব ফলাফল ছাড়াই হয়েছে। যেসব দেশ একই সাথে ইসরাইলের সাথে অস্ত্র ব্যবসা করে, স্পাইওয়্যার কেনে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে কূটনৈতিক সহায়তা প্রদান করে, তারা ফিলিস্তিনের সাথে প্রকৃত সংহতি দাবি করতে পারে না।

অপরদিকে, ব্রিকস আরও কিছু প্রদান করে, তা হলো কাঠামোগত সহায়তা, বিনিয়োগ থেকে শুরু করে উন্নয়ন ব্যাংক এবং রাজনৈতিক সংহতি। এটিই সূক্ষ্ম কথা এবং বাস্তব কর্মের মধ্যে পার্থক্য। ব্রিকসে ফিলিস্তিনের সদস্যপদ ইউরোপীয় অহংকারের কারণে তাদের কৌশলগত বিচ্যুতিই প্রমাণ করে ফিলিস্তিন আর প্রতীকী স্বীকৃতি চায় না বরং বিশ্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি গঠনে প্রকৃত অংশগ্রহণ চায়।

ব্রিকসে ফিলিস্তিনের উপস্থিতি পবিত্র এই ভূমিকে একটি নতুন নৈতিক বৈধতা দেয়। বহু বছর ধরে পশ্চিমারা ব্রিকসকে কেবল একটি অর্থনৈতিক জোট হিসেবে দেখে এসেছে। কিন্তু ফিলিস্তিনের যোগদানের সাথে সাথে ব্রিকসকে একটি ন্যায়বিচার–ভিত্তিক এবং উপনিবেশ–বিরোধী আন্দোলন হিসেবেও দেখা হবে। এর অর্থ হল বহুমেরুত্ব কেবল ক্ষমতা ভাগাভাগি সম্পর্কে নয় বরং মানব মর্যাদা পুনর্বণ্টন সম্পর্কেও।

এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রকৃত বহুমেরুত্বের পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এমন একটি বিশ্ব যেখানে উন্নয়ন শর্তসাপেক্ষ ঋণের কাছে জিম্মি নয়, বাণিজ্য মানে নির্ভরতার সম্পর্কে নয় এবং সার্বভৌমত্ব নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে চূর্ণবিচূর্ণ হয় না।

ফিলিস্তিন বছরের পর বছর ধরে বিশ্বব্যাপী আলোচনায় একা এবং নির্বাক ছিল, এখন চীন, ভারত, ব্রাজিল, ইরান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এর অর্থ হল ফিলিস্তিনকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। ইসরাইল এবং তার মিত্ররা বিশ্বব্যাপী এখন বিশ্ব সমর্থনপুষ্ট ফিলিস্তিনের মুখোমুখি হতে বাধ্য হবে। এই পরিবর্তন কূটনৈতিক হিসেব–নিকেষ বদলে দেবে।

'নেতানিয়াহু বন্দিদের হত্যার চেষ্টা করলেও আমরা তাদের রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি' ঃ হামাস

গাজা ঃ ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হত্যাচেষ্টার মধ্যেও তারা গাজায় আটক বন্দিদের জীবন রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।

সোমবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হামাস ঘোষণা করেছে যে, গাজায় যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রথম ধাপ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শাখা আল–কাসসাম ব্রিগেডসের নেতৃত্বে তারা ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় হামাস ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি বন্দিকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছে এবং আরও ২৮ জনের মৃতদেহ হস্তান্তর করবে।অন্যদিকে ইসরায়েল অবৈধভাবে আটক প্রায় ২,০০০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধাপরাধী ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং তার সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা ও হত্যার প্রচেষ্টার মধ্যেও প্রতিরোধ বাহিনী– বন্দিদের জীবন রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।

হামাস আরও জানায়, ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তি ঘটছে এমন এক সময়ে, যখন দখলদার কারাগারে আমাদের বন্দিরা নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যাসহ সব ধরনের অমানবিক আচরণের শিকার হচ্ছে।

সংগঠনটি মধ্যস্থতাকারীদের চলমান ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছে, তারা জায়নবাদী শত্রুকে চুক্তির অধীনে তার দায়বদ্ধতা বাস্তবায়নে বাধ্য করতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দুই বছর ধরে অব্যাহত বোমাবর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার পরও ইসরায়েল তাদের বন্দিদের শক্তি প্রয়োগে করে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই ফলাফল আবারও প্রমাণ করে যে, ইসরায়েলি সেনাদের ফেরত আনার একমাত্র উপায় হলো বন্দি বিনিময় চুক্তি এবং যুদ্ধের অবসান।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি জনগণ বিশ্রাম নেবে না যতক্ষণ না শেষ বন্দিটি নতুন নাৎসিদের কারাগার থেকে মুক্ত হয় এবং আমাদের ভূমি ও পবিত্র স্থানগুলো থেকে দখলদারদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

সোমবার গাজায় ইসরায়েলি বন্দিদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ও ইসরায়েলি শাসনের মধ্যে সম্পাদিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ। হামাস মুক্তিপ্রাপ্ত জীবিত বন্দিদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, যারা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজায় আটক ছিলেন।

থিয়েটার ফর ইউ বড়িশার মন মিলন নাট্যোৎসব

কলকাতা(নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সম্প্রতি কলকাতার মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে থিয়েটার ফর ইউ বড়িশা, দ্বারা আয়োজিত একদিনের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হলো। ২ টি নাটক এবং ১ টি নাচের দল এই নাট্যোৎসবে অংশগ্রহন করে। প্রথমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়, প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে,অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বর্ষীয়ান নাট্যকার কবি, চঞ্চল ভট্টাচার্য্য, সাংবাদিক কাঞ্চন বসু, ও নাট্যকার পরিচালক সৌমিত্র চ্যাটার্জ্জী। সঞ্চালনায় দেবাশীষ সেন। প্রারম্ভিক ভাষনে চঞ্চল ভট্টাচার্য্য তার স্বরচিত দুটি কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানের শুভ কামন করেন। সাংবাদিক কাঞ্চন বসু নাটক যে সমাজের দর্পন এবং সমাজে তার ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করেন তার সংক্ষিপ্ত ভাষনে।এরপর নাট্যকার পরিচালক, সৌমিত্র চ্যাটার্জ্জী তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে আজকের থিয়েটার বেশী মাত্রায় সরকারী অনুদান নির্ভর হওয়ার তার নিজস্ব প্রতিবাদী স্বত্তা হারিয়ে নির্বীজ নিস্তেজ মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে এ বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন, চারিদিকে ঘটে চলা বর্তমান সময়ের সামাজিক অবক্ষয়, ভ্রষ্টাচার দূর্নীতির কোন প্রতিফলন আজ আর কেন দেখা যাচ্ছে না নাটকে সেই প্রশ্ন রেখে যান দর্শকদের কাছে। উদ্বোবনী অনুষ্ঠানের পর পরিবেশিত হয়, দেবলীনা সরকার পরিচালিত একটি নাচের অনুষ্ঠান, এরপর পরিবেশিত হয় সোদপুর মমদীপ নাট্যদলের নাটক মন–পাখি – নাটকটির উপস্থাপনার এই নবীন দলটির একটা আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দ্বীতিয় নাটক ছিল গার্ডেনরীচ মিত্রমনের নাটক আন্তেন চেকভ এর ম্যারেজ প্রপোজাল অবলম্বনে প্রস্তাব।

নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে রক্ষা করুন সবাই

যে কোনো মানুষের পরিচিতি তার ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে নিয়েই।যদি কোনো মানুষ তার ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে রক্ষা করতে না পারে ও পরিত্যাগ করে তাহলে সে মানুষের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।আমি ঝাড়খণ্ডের বাঙালী ও বংগভাষীদের কথা বলছি।আমাদের ঝাড়খণ্ডে প্রায় ৪২ প্রতিশত বঙ্গ ভাষী বসবাস করে যাদের মাতৃ ভাষা বাংলা।কিন্তু দুঃখের বিষয় ঝাড়খন্ড হওয়ার পর থেকে ঝাড়খণ্ডের স্কুলে আর বাংলা পড়া হয় না,সব বাংলা মিডিয়াম স্কুল গুলো হিন্দি মিডিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।এটা চরম দুর্ভাগ্যই নয়,দুঃখের ও অপমানের বিষয়।এ জন্য আমরা বাংলা ভাষীরা কোনো প্রতিবাদ করি নি।কোনো সমিতি ও সংগঠন আওয়াজ তুলে নি।আজ বাঙালিদের ছেলে মেয়েরা হয় ইংলিশ মিডিয়াম নয় তো হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে।তাই ঝাড়খন্ড সরকারের কাছে আর্জি জানাই ঝাড়খণ্ডে পুনরায় স্কুল গুলোতে বাংলা পড়ানো শুরু করা হউক।আর তার সাথে সাথে বঙ্গ ভাষীদের কাছে অনুরোধ জানাই স্কুলে না হউক বাড়িতে নিজেদের ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শিখান যাতে তারা বাংলাতে কথা বলতে পারে,বাংলা লিখতে পারে ও পড়তে পারে নইলে এমন একটা দিন আসবে যে বাংলা পাঁজি দেখার ও বাংলা রামায়ন ও মহাভারত পড়ার লোক থাকবে না। আজ পশ্চিমী সভ্যতার প্রবাহে বাঙালী তার সংস্কৃতি কে ভুলতে বসেছে।ঐতিহ্য ও পরম্পরা গুলো কে ছাড়তে বসেছে।শাড়ি, ধুতি,শাখা,সিঁদুর,আলতা,সন্ধ্যা বেলায় তুলসী তলায় দীপ দেখানো,শঙ্খ বাজানো,গোবর ছোঁড়া দেওয়া,ব্রত,উপবাস করা,পূজা পাঠ, উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি কে ছাড়তে বসেছে।এ গুলো আমাদের অলংকার ও পরিচিতি তাই কোনো অবস্থাতেই এ সব ত্যাগ করা উচিত নয়।তাই পরের যা ভালো অবশ্যই গ্রহণ করবো তাবলে আমাদের যা ভালো তা ত্যাগ করবো না।তাই অনুকরণ নয় অনুসরণ করতে হবে। সবশেষে আমাদের ধর্ম,সনাতন ধর্ম যা সবথেকে প্রাচীন,পুরাতন ও গৌরবশালী ধর্ম।সনাতন হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মের জননী।পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে সব কটা মানুষ তৈরি করেছে কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্ম ঈশ্বরের সৃষ্টি।এই ধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই।এই ধর্ম সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছে।এই ধর্ম জীব কে শিব বলেছে, এই ধর্ম মানুষ কে অমৃতের সন্তান ও ঈশ্বরের সন্তান বলেছে।মানুষ কে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।তাই এ সনাতন ধর্মের কোনো তুলনা হয় না তাই কোনো অবস্থাতেই ধর্ম পরিবর্তন করা ও ধর্ম কে ত্যাগ করা উচিত নয়। তাই শুরুতেই বলেছি নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে রক্ষা করুন সবাই।

আজকের দিনটি

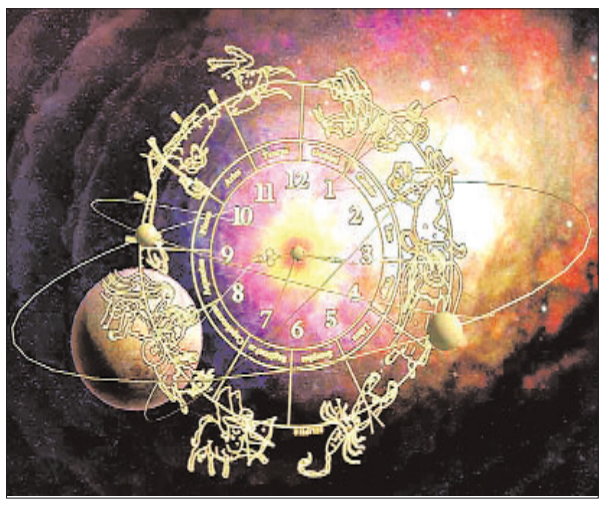

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি–প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান–সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা–বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ–ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

১৪ অক্টোবর মঙ্গলবারে সরস্বতী শিশু মন্দির হলুদপুকুরে ৩০ তম অপুর পাঠশালা খোলা হবে

হলুদপুকুর ঃ মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে ছেলে মেয়েদের কে বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে।এই সুবাদে গ্রামে গ্রামে অপুর পাঠশালা খোলা হচ্ছে যেখানে সপ্তাহে একদিন নিশুলক ভাবে বাংলা শেখানো হচ্ছে।আগামী ১৪ ই অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় সরস্বতী শিশু মন্দির হলুদপুকুরে মাতাজী আশ্রমের ৩০ তম অপুর পাঠশালা খোলা হবে।ছেলে মেয়েদের কে নিশুলক বর্ণ পরিচয় বাংলা বই দেওয়া হবে সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ জামশেদপুরের পক্ষ থেকে।

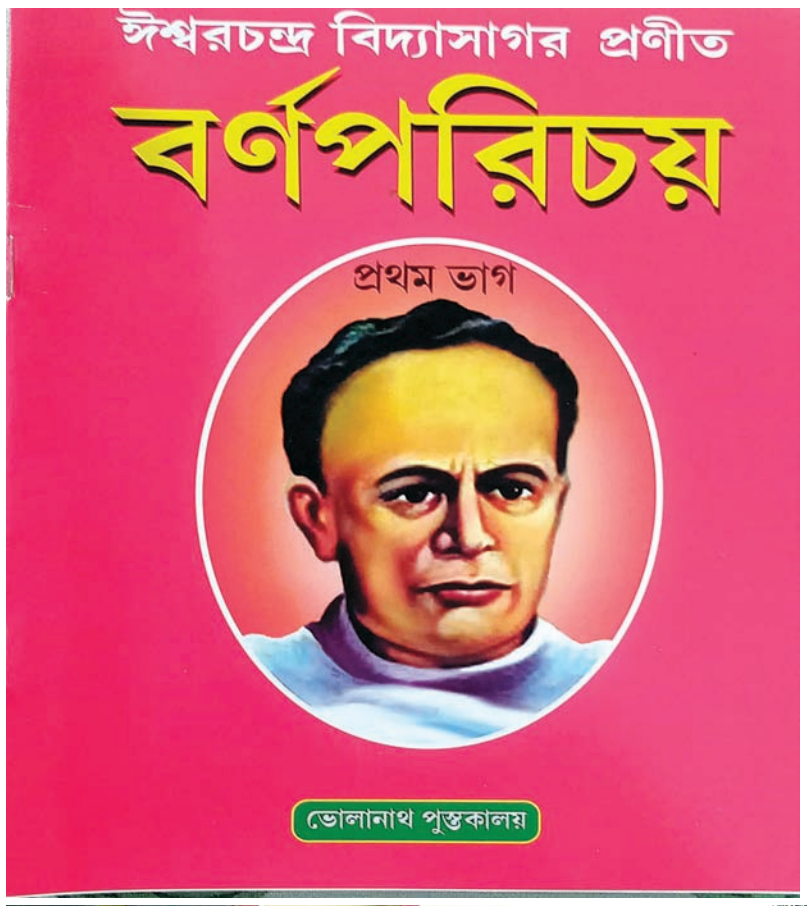

স্বামীজীর জ্যান্ত দুর্গা

একদিন দক্ষিণেশ্বরে সারদা মা ঠাকুরের পদ সেবা করছিলেন।হঠাৎ করে মা ঠাকুর কে জিজ্ঞেস করলেন,,,,,,ঠাকুর,আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়,,।

ঠাকুর বিন্দু মাত্র চিন্তা না করে বললেন,,যে মা মন্দিরে বসে আছে, যে মা আমায় জন্ম দিয়েছে আর যিনি আমার এখন পদ সেবা করছে,তিনজনকে ই এক বলে মনে করি।সত্য সত্যই তোমাকে মা আনন্দময়ী রূপে দেখতে পাই।ঠাকুর তাই মায়ের সম্পর্কে ভক্তদের বলতেন,,ও সারদা,স্বয়ং সরস্বতী,ও জগৎ কে জ্ঞান দিতে এসেছে।ওকি যে সে ও আমার শক্তি।

ঠাকুর তাই মাঝে মাঝে তাঁর ভাগ্নে হৃদয় কে বলতেন,,,হৃদে, আমাকে তুই যা খুশি বলে যা তাতে আপত্তি নেই,এর মধ্যে যিনি আছেন তিনি রাগলে তবু রক্ষে কিন্তু তোর মামীকে যেন কোনোদিন অসম্মান করিস নে।ওর মধ্যে যে আছে, সে রাগলে তোকে ব্রহ্মা,বিষ্ণু মহেশ্বর ও রক্ষা করতে পারবে না।

নরেন ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ মাকে প্রথম দর্শন করতে যান তখন তাঁকে প্রথম মা দুর্গা রূপে দেখেন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন।মা আশীর্বাদ করে বলেন,, এতদিন পরে মায়ের কাছে আসতে হয় বাবা।

নরেন বলেন,,, এতদিন তো তুমি আমাকে ডাকনি মা,তাই আসি নি।আজ ডাকলে তাই এলাম।

পরবর্তী কালে স্বামীজি মায়ের সম্পর্কে বলেছিলেন,,, মা আমাদের জ্যান্ত দুর্গা।ঠাকুর চলে যান ক্ষতি নেই।মা গেলেই সর্বনাশ।শক্তি ছাড়া জগতের উদ্ধার হবে না।একদিন কোনো এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞেসকরেন,,,মা ,ঠাকুর কে সবাই ভগবান বলে,তাহলে আপনি কে।

মা হেঁসে বললেন, ,,কেন,আমিও ভগবতী।

হ্যাঁ,সত্যই তিনি ভগবতী।ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি।তিনিই সরস্বতী, তিনিই লক্ষী, তিনিই দুর্গা,তিনিইকালী, তিনিই জগদ্ধাত্রী, তিনিই সীতা, রাধা,বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই এ যুগে মা সারদা।সেই আদি শক্তি মায়ের চরণে শত কোটি প্রণাম।

নারী ও পুরুষ কখনো এক হতে পারে না

নারী ও পুরুষ কোনোদিন এক হতে পারে না।সৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ দুটি পৃথক সত্তা।আমার কথা শুনে বর্তমান প্রগতিশীল যুগের নর নারীরা হয়তো বলবেন,,কেন,বর্তমান যুগে নারী ও পুরুষ দুই সমান,কোনো ভেদ নেই।বর্তমান যুগে নারী পুরুষের মতো সব কাজ করছে,সব কিছু হচ্ছে,একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে।সব কিছু ঠিক।বর্তমান যুগে নারী সব কাজ করছে।নারী কোনো অংশে কম নয় কিন্তু নারী কি কখনো পুরুষ বা পুরুষ কখনো নারী হতে পারে।মেডিক্যাল সায়েন্স আজ কাল তাও করছে কিন্তু এটা প্রাকৃতিক নিয়ম নয়।নারীর শরীরের গঠন আলাদা তাই তার পোশাক ও সাজ সজ্জা ও আলাদা।পুরুষের শরীরের গঠন আলাদা তাই তার পোশাক আলাদা।পুরুষের পোশাক পরলে নারী কখনো পুরুষ হতে পারে না বা মানায় না।তেমনি নারীর পোশাক যদি পুরুষ পরে তবে সেও নারী হতে পারে না বা মানায় না।চুল হলো নারীর সন্দর্য্য তেমনি দাড়ি হলো পুরুষের সন্দর্য্য।নারী সন্তানের জন্ম দিতে পারে ও মা হতে পারে কিন্তু পুরুষ সন্তানের জন্ম দিতে পারে না কিন্তু পিতা হতে পারে।পুরুষ নারীর মত সন্তান লালন পালন করতে পারে না।একজন নারী একজন পুরুষের কাছে ভগিনী,জননী,পত্নী ও কন্যা রূপে স্নেহ ও সেবা দিতে পারে কিন্তু একজন পুরুষ একজন স্বামী,ভাই,পুত্র ও বাবা হতে পারে ও কর্তব্য দায়িত্ব পালন করতে পারে।একজন নারীর মধ্যে ভগবান কিছু বিশেষ গুন দিয়েছেন যা পুরুষের মধ্যে নেই আবার কিছু বিশেষ গুন ভগবান পুরুষ কে দিয়েছেন যা নারীর মধ্যে নেই তাহলে নারী ও পুরুষ সমান ওএক হবে কি করে।তবে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান হওয়া উচিত,কর্তব্য ও দায়িত্ব এক হওয়া উচিত।সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান হওয়া উচিত।নারীর প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার বন্ধ হওয়া উচিত,এগুলো কথার কথা কিন্তু নারীকে কখনো পুরুষ বা পুরুষ কে কখনো নারী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয় বা স্বপ্ন দেখা উচিত নয়।নারী ও পুরুষ এক অন্যের পরিপূরক, নারী ও পুরুষ একটি পাখির দুই ডানা তাই সমাজের দুজনই মহত্ব আছে ও প্রয়োজন আছে।সৃষ্টি চালানোর জন্য ভগবান আলাদা করে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন যা কোনোদিন সমান ও এক হতে পারে না,পরিপূরক হতে পারে।তাই নারী কে পুরুষের ও পুরুষ কে নারীর অনুকরণ করা উচিত নয়।সৃষ্টিতে দুটি পৃথক সত্তা,আছে ও থাকবে চিরকাল।তাই নারী ও পুরুষ কে নিজের নিজের জায়গায় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা উচিত তবেই ঘর,পরিবার ও সংসার সুখের হবে ও সুন্দর হবে।

গিরিভারতীর দিকে তাকালে আজ চোখে জল আসে

পোটকা অঞ্চলে অবস্থিত গিরি ভারতী হাই স্কুল কে একদিন দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন বলা হতো।১৯৪৮ সালে হলুদপুকুর হাই স্কুল নামে স্থাপিত হয়েছিলো এই স্কুল পরে শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী তড়িৎ কুমার বসু এই বিদ্যালয় কে নুতন করে রূপ দান করেন ও নাম রাখেন গিরি ভারতী।গিরি অর্থে পাহাড় অর্থাৎ স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে পাহাড় ও জঙ্গল ছিলো সেখানে ভারতী অর্থাৎ মা সরস্বতীকে প্রতিষ্ঠা করলেন তাই গিরি ভারতী নাম।আমি যখন গিরিভারতী তে পড় ছিলাম ১৯৭৩ সালে স্কুলের রৌপ্য জয়ন্তী পালন করা হয় আবার ১৯৯৮ সালে স্কুলের স্বর্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়।আমি ও সেদিনের সাক্ষী ছিলাম।স্বর্গীয় তড়িৎ কুমার বসু নিজের তন,মন ও ধন দিয়ে ও প্রচুর পরিশ্রম করে স্কুল টিকে গড়েছিলেন ও সাজিয়েছিলেন।পরে স্কুলের সরকারি করন হয় ও ধীরে ধীরে পতন শুরু হয়।স্বর্গীয় ঘাসিরাম গোপ ও স্বর্গীয় ডক্টর রাম সেবক বিকল পর্য্যন্ত স্কুল টি মোটামোটি ঠিক ছিলো।ঝাড়খন্ড হওয়ার পর থেকে স্কুলের রূপ রেখা বদল হয়ে গেলো।গিরি ভারতী শুরু থেকেই বাংলা মিডিয়াম স্কুল ছিলো কিন্তু এখন হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পরিণত হয়ে গেছে যা পরম দুঃখের,অপমানের ও লজ্জ্যার বিষয়।আজ ঝাড়খণ্ডে প্রাইমারি থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কোনো স্কুল আর বাংলা মিডিয়াম স্কুল নয় সব হিন্দি মিডিয়াম স্কুল হয়ে গেছে অথচ ঝাড়খণ্ডে ৪২ প্রতিশত মানুষের মাতৃভাষা বাংলা।এর জন্য কোনো সমিতি,সংগঠন প্রতিবাদ জানায় নি।সরকার ও এই বিষয়ে উদাসীন।আমরা অভিভাবকেরাও মুক দর্শক হয়ে রইলাম। করার কিছু নেই,বলার কিছু নেই,শোনার কেউ নেই।অথচ সংবিধানে আছে প্রাইমারি শিক্ষা মাতৃভাষায় দিতে হবে।এমন একটা দিন আসবে বাঙালির ছেলে মেয়েরা বাংলা বলতে পারবে না,পড়তে পারবে না।বাংলা পাঁজি দেখার লোক থাকবে না। বেশ কিছুদিন আগে আমি আমার বাল্য বন্ধু শঙ্কর চন্দ্র গোপের সাথে গিরিভারতী স্কুল দেখতে গেছিলাম।আমরা দুজনই এই স্কুল থেকে পাশ করেছি।স্কুলের রূপ,রং,কায়া, কল্প দেখে চোখে জল এসে গেলো।মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে গেলাম আর পুরানো গিরি ভারতীকে খোঁজার চেষ্টা করলাম।স্কুলের অমর তোরণ গেট আজ আর নেই যেখানে লেখা ছিলো শিক্ষা, দেহের,মনের ও মস্তিষ্কের।ত্রিকোণ কুঞ্জ ও আর নেই যেখানে লেখা ছিল অভি অর্থাৎ ভয় শূন্য হও।স্কুল অফিস আর নেই ধুলোয় মিশে গেছে যেখানে লেখা ছিলো কাজ কথা কউক ও বাঘের বাচ্ছারে, বাঘ না করিনু যদি কি শিখানু তারে।তড়িত বাবুর সিমেন্ট মূর্তি টা অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন।শিব সাগর কে খুঁজে পেলাম না।ওপেন স্টেজ ওভাল আজ আর নেই যেখানে নাটক হতো।সুন্দরম স্টেজ জঙ্গলে পরিপূর্ন।যেতপ্যাট্রাক কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।ধ্যানচাঁদ ফুটবল ময়দান কে আর চেনা যাচ্ছে না।স্কুলের ছাত্রাবাস ও রোজী গার্ডেন আজ ধুলোয় মিশে গেছে ও জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে।সরকারি করণ মানে কি নৈতিক পতন ও ইতিহ্য গুলোর বর্জন।আজ ভাবতে অবাক লাগছে কেমন ভাবে একটি নাম করা ও গৌরবময় বিদ্যালয় চোখের সামনে রাজনীতির শিকার হয়ে অতল তলে তলিয়ে গেল অথচ চোখের জল ফেলা ছাড়া আমরা কেউ কিছু করতে পারলাম না।আজ স্কুলের নাম টা পর্য্যন্ত বাংলা তে আর লেখা নেই অথচ গিরি ভারতী সম্পূর্ন ভাবে বাংলা মিডিয়াম স্কুল। বারে ঝাড়খন্ড সরকার।

সম্পাদকীয়

ক্রীড়ামোদী মোদি কেন ক্রিকেটে 'অপারেশন সিঁদুর' ঢেলে দিলেন

ক্রিকেটকে বলা হয় ভদ্রলোকের খেলা। যখন এ কথাটার শুরু, তখন অবশ্য মেয়েরা ক্রিকেট খেলতেন না। তাই এখন বলব, ক্রিকেট ভদ্রদের খেলা। মাঠে খেলোয়াড়েরা মাথা ঠান্ডা রেখে খেলেন। একটু মাথা গরম করলেই হয়তো 'এলবিডব্লিউ' কিংবা 'নো বল'। দর্শকেরাও দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে খেলা দেখেন। নিজের দল উইকেট পেলে বা ছক্কা হাঁকালে আনন্দেউল্লাসে ভেসে যান সমর্থকেরা। সেই তুলনায় ফুটবলের বদনাম অনেক। মাঠে খেলোয়াড়েরা অনেক সময় মাথা গরম করে খুব খারাপ ফাউল করেন। আমি তরুণ বয়সে ঢাকার স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখতাম। আবাহনী ও মোহামেডানের খেলা দেখার সময় কত ইটপাটকেলের ঝড় যে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেত, তবু খেলা দেখতে মাঠে যেতাম। রহমতগঞ্জ ক্লাবের খেলা হলে লোকে গোল নিয়ে কথা না বলে কয়জন খেলোয়াড়ের পা ভাঙল, তা নিয়ে বলাবলি করতেন। আর ফুটবলের দর্শকেরা তো সব সময়ই উত্তেজিতনিজের দল গোল খেলে অফসাইড, গোল দিলে উল্লাস। দুটোরই পরিণতি অনেক সময় গড়ায় হাঙ্গামায়। ইংল্যান্ড 'সকার' দর্শকেরা তো নিজের দেশের খেলা থাকলে গাঁটের পয়সা খরচ করে অন্য দেশে গিয়েও মারামারি করেন। ক্রিকেটে ওই সব নেই বলছিলাম ক্রিকেট ভদ্রদের খেলা। ভারতীয়রা গত দুই দশকে ক্রিকেটের মর্যাদা ও উৎকর্ষ অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। তাদের

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) এখন পৃথিবীর অনেক দেশের খেলোয়াড় ও দর্শকদের আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশের কিছু খেলোয়াড়ও আইপিএলের কোটি টাকার স্বাদ গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ভক্ত দুনিয়াজুড়ে। ভারতীয় ক্রিকেটের সুপারস্টার বিরাট কোহলির ভক্তের হার বোধ হয় পাকিস্তানে ভারতের চেয়েও খুব কম নয়। ভারত ও পাকিস্তানের কাশ্মীর সমস্যা ওদের দুই দেশেরই বয়সের সমবয়সী। এ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে অনেকবার। কিন্তু দুই দেশের ক্রিকেটসৌহার্দ্য আগে কখনো এমন ভেঙে পড়েনি যদিও সময়ে সময়ে ফাটল ধরেছিল। দুই দেশ যখন খেলেছে, ভদ্রভাবেই খেলেছে। ক্রিকেটের আইনকানুন মেনে হাত মিলিয়েছে। জয়পরাজয় মেনে নিয়েছে এবং পুরস্কার ছোট–বড় যাই হোক, খুশিমনে গ্রহণ করে হাসিমুখে বাড়ি ফিরেছে। এই তো ২০২৩ সালের ঘটনা, পাকিস্তানি ক্রিকেট তারকা শাহিন আফ্রিদি শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ চলাকালে ভারতীয় ক্রিকেটার যশপ্রীত বুমরাকে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান এবং উপহার দেন। মোদির যুগে আস্তে আস্তে ভারতের সবই পরিবর্তন হয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এখন পুরা মাত্রায় অনিরপেক্ষ। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ভারতের দীর্ঘদিনের সমর্থন এখন ইসরায়েলের বন্ধুত্বের কাছে বন্ধক। প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈদেশিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত, খেলাধুলার আচারআচরণসবই এখন পরিচালিত হয় রাজনীতি দিয়ে। ক্রিকেটইবা এখন বাদ যাবে কেন? ক্রিকেট খেলা চলাকালে ভারতীয় ব্যাটসম্যান কোহলি ও পাকিস্তানি বোলার আমির খেলার মাঠে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীসব সময় সচেষ্ট, কে কাকে ফাঁকি দিয়ে আউট করবেন বা ছক্কা হাঁকাবেন! কিন্তু ২০১৬ সালে কলকাতায় খেলার পরে কোহলি মোহাম্মদ আমিরকে নিজের ব্যাটটা উপহার দিয়ে দিলেন। দুবাইতে আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফিতে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে বিরাট কোহলি ও বাবর আজমের একে অপরের কাঁধে হাত রাখা ছবিটা এখনো অনেক ক্রিকেটপ্রেমী মানুষের মনে আছে। এ রকম অনেক ঘটনা আছে দুই দেশের ক্রিকেটসম্প্রীতির। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ইমরান খান ও ভারতীয় ক্রিকেট তারকা নভজ্যোত সিং সিধুর উষ্ণ বন্ধুত্বের কথা ক্রিকেট মহলে মোটামুটি সবাইর জানা। ঘটনাক্রমে দুজনই এখন রাজনীতিবিদ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বলা হয় ক্রিকেটের বড় একজন ভক্ত। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর ক্রিকেট অনুরাগের জন্য ২০২১ সালে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম আহমেদাবাদের সরদার প্যাটেল স্টেডিয়ামটি নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম নামে নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর থেকে আশা করা হয়েছিল, অন্তত ক্রিকেটকে তিনি তাঁর রাজনীতির বাইরে রাখবেন। কিন্তু তা কী করে হবে? মোদির যুগে আস্তে আস্তে ভারতের সবই পরিবর্তন হয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এখন পুরা মাত্রায় অনিরপেক্ষ। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ভারতের দীর্ঘদিনের সমর্থন এখন ইসরায়েলের বন্ধুত্বের কাছে বন্ধক। প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈদেশিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত, খেলাধুলার আচারআচরণসবই এখন পরিচালিত হয় রাজনীতি দিয়ে। ক্রিকেটইবা এখন বাদ যাবে কেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের পাকিস্তানকে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপের শিরোপা জয়ে স্বভাবতই আনন্দিত এবং উদ্যাপন করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটা পোস্ট দিয়ে। তাতে তিনি লিখেছেন, 'খেলার মাঠে অপারেশন সিঁদুর। ফলাফল একইভারত জিতেছে! আমাদের ক্রিকেটারদের অভিনন্দন।' ক্রিকেট কিছু সৌজন্য ক্রিকেট আইনের মতোই অনুকরণীয়। তার একটি হলো দুই পক্ষের খেলোয়াড়েরা একে ওপরের সঙ্গে করমর্দন করবেন। দুই দলের অধিনায়ক খেলা শুরু হওয়ার আগে টসের সময় হাত মেলাবেন। খেলা শেষ হওয়ার পর ব্যাটিং টিম মাঠে নেমে বোলিং টিমের সঙ্গে হাত মেলাবে। বছরের পর বছর এই সৌজন্য ক্রিকেট আইনের মতোই বিশ্বের প্রতিটি ক্রিকেট দল পালন করে আসছে। এবার এশিয়া কাপের পাকিস্তানভারত ম্যাচে এ প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম হলো। বিপক্ষ দলকে সম্মান ও সৌজন্য দেখানো যে নিজের দলকে আরও মহিমান্বিত ও সম্মানিত করে, ভারতীয় ক্রিকেট দল সেটা ভুলে গেল। তারা পাকিস্তান দলের সঙ্গে করমর্দন করেনি খেলার আগে বা পরেও। সারা পৃথিবীর ক্রিকেটভক্তরা স্তম্ভিত হয়ে গেল, 'এই কি ক্রিকেট?' আসলে মোদির ক্রিকেটে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু হয় এশিয়া কাপ খেলার শুরু থেকে। পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলবে কি না, এ নিয়ে টালবাহানা শুরু হয় দুই দেশের সাম্প্রতিক সামরিক সংঘর্ষের সূত্র ধরে। যখন খেলতে নামল, তখন ভারত সরকার ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নির্ধারণ করে দিল, কীভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব সাংবাদিকদের অকপটে বলেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট দল নাকি ক্রিকেট বোর্ড ও সরকারের পরামর্শেই এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে, নিয়ম অনুযায়ী এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভির হাত থেকেই ট্রফি নেওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু সূর্যকুমার যাদবের দল তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করে এবং ট্রফি না নিয়েই নাটকীয়ভাবে মঞ্চ থেকে চলে যায়। নাকভিও সোজা জানিয়ে দেন, সভাপতি হিসেবে তিনিই ট্রফি দেবেন, না হলে ট্রফি দেওয়া হবে না। সূর্যকুমার পরে বললেন, 'ওরা ট্রফি নিয়ে পালিয়ে গেছে।' পুরো ব্যাপারই অক্রিকেটীয়। মেয়েদের এশিয়া কাপ খেলায়ও একই অবস্থা। সেখানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল পাকিস্তানি দলের সঙ্গে হাত মেলায়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, মেয়েদের খেলায়ও 'অপারেশন সিঁদুর' জারি থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) কিংবদন্তি এবি ডি ভিলিয়ার্স রেখেঢেকে কথা বলার লোক নন। এশিয়া কাপে ভারতীয় দলের আচরণ নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভিডিওতে ডি ভিলিয়ার্স খেলাধুলায় 'রাজনীতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য' ভারতীয় দলের সমালোচনা করেন। আইপিএল খেলা সেরা খেলোয়াড়দের একজন ডি ভিলিয়ার্সের মতে, 'ক্রিকেট ও রাজনীতিকে সব সময় একে অপরের থেকে আলাদা রাখা উচিত।' কথাগুলো শুধু এবি ডি ভিলিয়ার্সের নয়, বিশ্বব্যাপী যারা ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসে, এ কথাটা তাদের অনেকেরইক্রিকেট ও রাজনীতিকে সব সময় একে অপরের থেকে আলাদা রাখা উচিত।

কুমিরের হঠাৎ এই খ্যাপা আচরণ কেন?

গওহার নঈম ওয়ারা
সাংবাদিক

পরিবেশের তৈরি স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খলা নষ্ট করে রাতারাতি কিছু টাকা কামানো গেলেও আখেরে সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের ভুক্তভোগীদের অভিযোজনে সাহায্য করবে না এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও ভূমিকা রাখবে না।

পরবর্তী জলবায়ু সম্মেলন কপ৩০ এ বছরের নভেম্বরে ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্যসূচি হবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য জাতিসংঘের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিশেষত অভিযোজন ও জলবায়ু অর্থায়ন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েই মানুষ বেঁচে আছে শুরু থেকে। অনেক প্রতিকূলতা আর বিপর্যয়ের মধ্যেও টিকে যায় শুধু মানুষ, কেউ কেউ বলেন, 'তেলাপোকাও'! মানুষ কেবল টিকে থাকেনি, সে তার বিকাশের পথও আজ অবধি চালু রেখেছে। বিকাশ রুদ্ধ হলেই বিনাশ ত্বরান্বিত হয়।

দুনিয়াজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মাতম গবেষকদের স্পর্শ করার অনেক আগে থেকেই মানুষের এই পথপরিক্রমা জারি ছিল। বিকল্প জীবিকা আর বসতি খুঁজে নেওয়ার কাজ মানুষের মজ্জাগত। অভিযোজনের জ্ঞান তাকে গুহা থেকে গৃহে নিয়ে এসেছে। এনেছে জঙ্গল থেকে নগরে। কিন্তু গোল বেধেছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অভিযোজন বিশেষজ্ঞদের তাড়াহুড়ো আর ব্র্যান্ডিং তৎপরতা নিয়ে। সে কথা বলতেই এই লেখার অবতারণা।

সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট গণমাধ্যমকর্মী মোহসীন উল হাকিম গত ৩০ সেপ্টেম্বর এক স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন, 'কাঁকড়া ধরে ফিরছিলেন সুব্রতরা। পথে বড় খাল করমজল। এখানে কুমির আছে। মাঝে মাঝেই আক্রমণ করে। গত বছর মারা গেল মোশাররফ। তাই সবাই বেশ সতর্ক। পাঁচজনের কাঁকড়াশিকারির দল। সবাই পার হয়ে গেলেন। সুব্রত ছোটখাটো মানুষ। ওঠার সময় পানিতে একটু খাবি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক মুহূর্ত। দুই পা একসঙ্গে কামড়ে ধরল বিশাল এক কুমির। সাথে সাথে সুব্রতর হাত ধরে ফেলল সহযাত্রীরা। শুরু হলো টানাটানি। চারজন মিলে প্রায় তিন মিনিট চেষ্টা করল। কিন্তু পানির নিচে থাকা কুমিরের শক্তির কাছে পরাস্ত হলো। সুব্রতকে নিয়ে গেল সুন্দরবনের কুমির।'

শুধু সুব্রত নন, ২০২৪ সালের ১৫ মে সুন্দরবনসংলগ্ন ফকিরকোনা এলাকায় খাইরুল ইসলাম মোড়ল প্রাণ হারান কুমিরের আক্রমণে। একই বছর যুবক রাজু হাওলাদার নদীতে গোসল করতে গিয়ে কুমিরের কামড়ে আহত হন।

২০২৫ সালের ১১ মে শনিবার আবদুল কুদ্দুস কুমিরের আক্রমণে আহত হয়ে ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফেরেন। কুদ্দুস ও হালিম দলবল নিয়ে ৩৫ থেকে ৩৬ বছর ধরে মাছ, কাঁকড়া শিকারে সুন্দরবনে যাতায়াত করেন, কিন্তু কুমিরের এ রকম মারমুখী আচরণ তাঁদের নজরে পড়েনি।

এর আগে ২০১৫ সালে মধু কাটতে তালপট্টি এলাকায় গিয়ে বাঘের কবলে পড়লেও কুমিরের তাড়া খাননি কখনো। কুমিরের এ রকম আক্রমণাত্মক আচরণ সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সুন্দরবনের পশ্চিমবঙ্গ অংশেও বেশ বেড়েছে। কুমিরের হামলায় সেখানকার মানুষ তটস্থ।

২০২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে সুনীল মণ্ডল সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের ট্রিবলিঘেরি লাগোয়া দত্ত নদে কাঁকড়া ধরতে যান। এলাকাটি পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন কোস্টাল থানার লাহিড়িপুর পঞ্চায়েতের মধ্যে। কাঁকড়া ধরার সময় আচমকা পেছন থেকে কুমির সুনীলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁকে টানতে টানতে নদীর মাঝখানে নিয়ে যায়।

৫০ বছরের সুনীল মণ্ডলকে আর জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কুমিরের আক্রমণে নিহত ও আহতের তালিকা ক্রমে বাড়ছে। বাড়ছে বাঘবিধবার মতো কুমিরবিধবার সংখ্যা। কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বা গ্রামের লাগোয়া নদীতে ঘরগৃহস্থালির কাজ করতে গিয়ে নারীরাও কুমিরের শিকার হচ্ছেন।

ওড়িশা উপকূলের এক নারীকে কুমিরে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভিডিও ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে ভাইরাল হয়েছিল। ওড়িশার জাজপুরের পালাতপুর গ্রামের সেই ঘটনা নদীর কাছেই উপস্থিত এক ব্যক্তি ভিডিও করেছিলেন বলে ঘটনাটি সবার সামনে এসেছিল, না হলে আর পাঁচটা নিখোঁজ ঘটনার সঙ্গে সেটাও সবাই গুলিয়ে ফেলতেন।

এদিকে দাকোপসহ সুন্দরবনের কাছাকাছি সব কটি লোকালয়ে কুমিরের আনাগোনার খবর আগের যেকোনো সময়ের থেকে এখন বেশি। বিশেষ করে নাগর নদী সংলগ্ন এলাকায় মানুষ কুমিরের উপস্থিতিতে আতঙ্কে রয়েছেন, যা তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেকটা থামিয়ে দিয়েছে। দৈনন্দিন কাজে নদীর ব্যবহার নিয়ে ভয় বাড়ছে ক্রমে।

বাঁধের বাইরে আগেও সুতারখালীর (দাকোপ) মানুষ বসবাস করেছেন জোয়ার–ভাটার মধ্যেই। তাঁরা জীবিকার পথ খুঁজে নিয়েছেন।

কুমিরের হঠাৎ এই খ্যাপা আচরণ কেন?

করমজল বন্য প্রাণী প্রজনন ও পর্যটনকেন্দ্রের কর্মকর্তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সংবাদকর্মীদের জানান, খাবারের খোঁজে কিংবা আবাসসংকটে কুমিরগুলো পার্শ্ববর্তী নদীগুলোয় চলে আসছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুন্দরবনে কুমিরের খাদ্য, যেমন কাঁকড়া, মাছ ইত্যাদি কমে গেলে এরা মানুষের ওপর আক্রমণ করে। তা ছাড়া কাঁকড়ার খোঁজে মানুষ যখন কুমিরের এলাকায় প্রবেশ করেন, তখন কুমির তাঁদের নিজেদের আক্রান্ত মনে করে এবং আক্রমণ করে।

কুমিরের খাদ্যনিরাপত্তায় কেন ব্যাঘাত ঘটছে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের জনপ্রিয় অভিযোজন প্রচেষ্টার মধ্যে। বাংলাদেশপশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উপকূল থেকে ওড়িশার বালেশ্বর ও ভদ্রক জেলায় একসময় ধুমসে চিংড়ির চাষ হতো। নানা কারণে উপকূলে চিংড়ি চাষ মুখ থুবড়ে পড়েছে অনেক দিন। চিংড়ি আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যনির্ভর জীবন–জীবিকাকে ক্ষতবিক্ষত করছে নানাভাবে। উপকূলে চিংড়ি চাষ বা সাদা সোনার লাগামহীন আবাদ লবণাক্ততা বাড়িয়ে মানুষকে দেশান্তরি করেছে।

অভিযোজন ব্যবসায়ীরা এখন 'সাদা সোনার বদলে কালো সোনার' ধান্দা ধরিয়ে দিচ্ছেন মানুষের হাতে। বলার চেষ্টা করছেন, কালা সোনা মানে কাঁকড়ার চাষ পরিবেশ–প্রতিবেশ এবং জীবন ও জীবিকাবান্ধব। কথাটা কি ঠিক?

পরিবেশের তৈরি স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খলা নষ্ট করে রাতারাতি কিছু টাকা কামানো গেলেও আখেরে সেটা না জলবায়ু পরিবর্তনের ভুক্তভোগীদের অভিযোজনে সাহায্য করবে, না জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। কেউ কেউ বলছেন, কাঁকড়ার হ্যাচারি করে সুন্দরবনের কাঁকড়া সুরক্ষা সম্ভব।

চিংড়ি চাষের স্বর্ণযুগেও একই কথা বলা হয়েছিল। চিংড়ির হ্যাচারি হয়নি আর সাগরের চিংড়ি পোনা ধরাও বন্ধ হয়নি এক দিনের জন্যও। তার ওপর হ্যাচারিতে কাঁকড়ার বেঁচে থাকার রেকর্ড ৩ শতাংশের আশপাশেই থাকছে। তাই সুন্দরবনের আর উপকূলের কাঁকড়া ধরার কোনো বিকল্প নেই। নির্বিচার কাঁকড়া ধরার কারণে কুমিরের খাবারে টান পড়ছে, তাই তারাও খেপে উঠছে, মানুষকে তাড়া করছে, শিকার করছে কাঁকড়ার বদলে আস্ত মানুষ, গবাদি প্রাণী। আমরা জানি, সাতক্ষীরা, খুলনা, কক্সবাজারে কাঁকড়া চাষ এবং আহরণ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম। আন্তর্জাতিক বাজারে ডিমওয়ালা কাঁকড়ার চাহিদা অনেক বেশি। ফলে চাষি ও জেলেরা বেশি মুনাফার আশায় যত পারছেন ডিমওয়ালা কাঁকড়া রপ্তানির জন্য প্যাকেটে ভরে ফেলছেন।

গবেষকেরা বলছেন, ডিমওয়ালা কাঁকড়া রপ্তানির উন্মাদনা কাঁকড়ার প্রজনন চক্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। ডিমওয়ালা কাঁকড়া প্রকৃতির পরবর্তী প্রজন্ম তৈরির মূল উৎস। এগুলো যদি রপ্তানির বাক্সে চলে যায়, তাহলে ডিম থেকে নতুন কাঁকড়া জন্মানোর সুযোগ কমে যায়। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে কাঁকড়ার প্রাকৃতিক সংখ্যা কমে গিয়ে কুমিরের খাদ্যশৃঙ্খলে বিরূপ প্রভাব ফেলবে ও ফেলছে।

অভিযোজনের নামে চিংড়ির বদলে কাঁকড়া চাষের ব্যবসা শুরুর আগে জালে ডিমওয়ালা কাঁকড়া উঠলে বনজীবীরা সেগুলো ছেড়ে দিতেন। সেটাই ছিল প্রকৃতির সঙ্গে বসবাসের একটি জনপ্রিয় আচরণ। এখন মাদি কাঁকড়া ৮০০ টাকা থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা কেজি বিক্রি হয় সাতক্ষীরার কাঁকড়া মোকামে। মাদি কাঁকড়ার পেট ডিমে ভরে উঠলে সেটা বিক্রির উপযুক্ত হয়। তার মানে, কাঁকড়ার বংশবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই।

এখন কাঁকড়ার সংখ্যা কমে যাওয়ায় কুমিরের জন্য সহজলভ্য খাদ্যসংকট দেখা দিচ্ছে। বিশেষত ছোট ও মাঝারি বয়সী কুমির কাঁকড়ার ওপর বেশি নির্ভরশীল। বলাবাহুল্য, খাদ্যের প্রাপ্যতা কমে গেলে কুমিরদের পর্যাপ্ত পুষ্টি পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে যাবে। পুষ্টির সংকটে প্রজননক্ষমতা হ্রাস পায়, বেঁচে থাকার হার কমে যায়। নিরুপায় কুমির তাই মানুষের বসতিতে চলে আসছে। সমস্যা বাড়ছে।

মনে রাখতে হবে, কাঁকড়া শুধু কুমিরের খাদ্য নয়, ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের মাটির গঠন ও পুষ্টি পুনঃচক্রের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিযোজনের নামে কালো সোনার কথা বলে নির্বিচার কাঁকড়া নিধন ও ডিমভরা কাঁকড়া রপ্তানিতে একদিকে কুমির যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে পুরো ইকোসিস্টেমেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া প্রান্তিক মানুষের বাঁচার নিজস্ব উদ্যোগকে অভিযোজনের নামে হেলাফেলা করা যাবে কি?

১৯৮৮ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর ঘরবাড়িহারা নিঃস্ব মানুষেরা দাকোপের কালাবগি গ্রামে নদীর চরে লম্বা খুঁটির ওপর ঝুলন্ত পাড়া গড়ে তোলেন। জোয়ারে ডুবে যাওয়া এসব চর আবার ভাটিতে ভেসে ওঠে। এটা ছিল তাঁদের অভিযোজন কৌশল। কাঁকড়াগাছের খুঁটি, শিরীষ কাঠের পাটাতন ও গোলপাতার বেড়া দিয়ে তৈরি করে নেন নিজেদের আবাস। ঘরেই চলে রান্না–খাওয়া, ঘুমানো। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে রয়েছে ঝুলন্ত শৌচাগার।

একদুইটা করে বাড়তে বাড়তে ২০২২ সালে ঝুলন্ত পাড়ার ঘরের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। সিডর ও আইলার আঘাতে বসতভিটা আর রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় পাড়াটির পরিধি বাড়তে থাকে। আগে কুমির কালেভদ্রে ভদ্রা বেয়ে সুতারখালী নদীতে আসত। এখন কুমিরের এই আনাগোনা প্রতিদিনের ঘটনা। দূরে বা ভাটায় ভেসে ওঠা চরে ক্ষণিকের রোদ পোহানো নয়, রীতিমতো ঘরের নিচে রাতদিন জোয়ারে, ভাটায় ঘুরঘুর করছে কুমির।

উপকূলের ভাঙনের মুখে আরেক দল মানুষ ছোট ছোট নৌকায় বসবাস করছেন। বিরূপ প্রকৃতিকে মোকাবিলা করে জীবনজীবিকা রক্ষার এটাও একটা প্রচেষ্টা, এটাও অভিযোজন। 'মান্তা' নামে পরিচিত এসব হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষ পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর, ভোলা অঞ্চলে সারা বছর নৌকাতেই থাকেন।

এটাই এখন তাঁদের বাঁচার পথ। এককালের মৎস্যজীবী এসব মানুষ স্থলভাগের জমি–ঘর হারিয়ে নৌকাতেই আশ্রয় নিয়েছেন। সরকারি জনগণনা বা মৎস্য জরিপে তাঁদের আলাদা করে ধরা হয় না।

ইলিশ রক্ষার নামে ইলিশ শিকার বন্ধের সময় তাঁদের নৌকাতেও শিকল পরানো হয়, মানে ভাসতে দেওয়া হয় না। সরকারি খাতায় তাঁদের নাম না থাকায় তাঁরা কোনো আপৎকালীন খাদ্যসহায়তারও হকদার নন। মজার ব্যাপার, তাঁরা তাঁদের ছোট ছোট নৌকা নিয়ে মোহনার এমন দূরে যেতে পারেন না, যেখানে ইলিশ থাকে। তাঁরা মাছ ধরেন ছোট ছোট খাঁড়িতে, নদীসংলগ্ন খালবিল আর শাখা নদীতে। ইলিশ রক্ষার প্রচেষ্টা থেকে তাঁদের রেহাই না দিলে এই মানুষগুলোর বাঁচার পথ থাকবে না। ভবদহ অঞ্চলে জল বদ্ধতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যাঁরা একসময় পুকুর আর ঘেরের প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কী ক্ষতি তাঁরা করেছেন। জলাবদ্ধতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বাড়ছে লম্বায়, বহরে। ফসলের জমিতে ফল চাষে আয় বাড়লেও খাদ্য আর সামাজিক নিরাপত্তা লাটে উঠছে। গোলপাতা বাঁচানোর ভ্রান্ত পদক্ষেপের গলি দিয়ে এসবেসটারের কোলে চড়ে সুন্দরবনের জনপদে যে মরণবিষ ছড়িয়ে পড়ছে, তার কী হবে। এসব নিয়ে অভিযোজনযজমানরা নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন!

আইনের কাজ সুরক্ষা, বাদ দেওয়া নয়

ফারহানা আফরোজ

৬ অক্টোবর জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন দিবসে প্রকাশিত একটি খবর আমাকে গভীরভাবে বিস্মিত ও ব্যথিত করেছেবাল্যবিবাহের শিকার মাবাবার সন্তানরা জন্মনিবন্ধন ও টিকাদানসহ অন্যান্য মৌলিক নাগরিক সেবায় বাধার মুখে পড়ছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নেওয়া নানা উদ্যোগের মধ্যে একটি হলো বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত বিডিআরআইএস সফটওয়্যারটি মাবাবার বয়স যাচাইয়ের জন্য প্রোগ্রাম করা।

এর ফলে মায়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে বা বাবার বয়স ২১ বছরের নিচে হলে সন্তানের জন্মনিবন্ধন করা সম্ভব হচ্ছে না। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ১৮ বছরের নিচে মা এবং ২১ বছরের নিচে বাবার সন্তানের জন্মনিবন্ধন বন্ধ রয়েছে অর্থাৎ সিস্টেম দ্বারা বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। তবে সরকারি টিকাদান কর্মসূচি ব্যাহত না হওয়ার জন্য টাইফয়েড টিকার ক্ষেত্রে অক্টোবর পর্যন্ত সাময়িক ছাড় দেওয়া হয়েছে।

এক শিশুর অধিকার রক্ষার নামে আরেক শিশুর অধিকার কেড়ে নেওয়ার মতো এই বিধান নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সরকার কেন বা কীভাবে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলো তা বোধগম্য নয়। বিশেষত যখন ইউএনএফপিএর 'স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ২০২৫' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি ১০০০ জন ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়ের মধ্যে ৭১ জনের এক বা একাধিক সন্তান রয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু জন্মনিবন্ধন থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

শিশু সুরক্ষার ভিত্তি শুরু হয় জন্মনিবন্ধন ও জীবনরক্ষাকারী টিকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে। অথচ শুধু মাবাবা বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছেন বলে তাঁদের সন্তানকে জন্মনিবন্ধনের বাইরে রাখা হচ্ছে, যা জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আইন ২০০৪ এবং জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন বিধিমালা ২০১৮–এর পরিপন্থী। আইন অনুযায়ী, জন্মনিবন্ধন একটি আইনি বাধ্যবাধকতা ও নাগরিকের অধিকার।

বাল্যবিয়ে কেন হয়, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ আমাদের জানা। তবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের নামে কোনো শিশুকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ন্যায্য নয়। একজনের অপরাধে আরেকজনের শাস্তি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের পরিপন্থী।

১৮ আগস্ট খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার বিষয়টি উল্লেখ করে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে একটি চিঠি পাঠান। পরবর্তী সময়ে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সিস্টেমে শিথিলতা আনা হয়, যাতে শিশুরা অন্তত টাইফয়েড টিকা নিতে পারে কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন উদাহরণ পাওয়া যায়নিযেখানে একটি শিশুর জন্মনিবন্ধন মাবাবার বয়সের ওপর নির্ভর করছে।

ধরে নেওয়া যায়, সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ বাল্যবিবাহের পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা কিন্তু বাস্তবে এমন কোনো সচেতনতামূলক বার্তা বা প্রচার প্রচেষ্টা এখনো চোখে পড়েনি। বা এই সচেতনতা আদতে কোনো সুফল বয়ে আনবে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি রাখে।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ আইন সংশোধনের সময় আমার মনে পড়ে আরও কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল। যেমন ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দিলে পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে বাদ দেওয়া হবে কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে পরিবার বা মা ভিজিএফ বা ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় আসার যোগ্য, তাঁর আর্থসামাজিক অবস্থাই তো দুর্বল। সেই পরিবারকে নিরাপত্তার আওতা থেকে বাদ দিলে ঝুঁকি আরও বাড়বে, কমবে না বলে আমার মতামত।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী নানান মডেল ও উদ্যোগ নেওয়া হলেও এর হার খুব একটা কমেনি বরং কোভিড–১৯–এর পর অনেক দেশে এটি বেড়েছে। বাংলাদেশেও ২০০০ সালের পর থেকে একাধিক প্রকল্পভিত্তিক কর্মসূচি চালু হয়েছে, ১৯২৯ সালের আইন ২০১৭ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে। তবু ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, ১৮ বছরের নিচে ৬৩ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছে, যা ২০২১ সালের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ১৫ বছরের নিচে মেয়ের বিয়ের হার বেড়েছে ৮ শতাংশ, যা আগে ছিল ৫ শতাংশ।

বাল্যবিয়ে কেন হয়, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ আমাদের জানা। তবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের নামে কোনো শিশুকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ন্যায্য নয়। একজনের অপরাধে আরেকজনের শাস্তি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের পরিপন্থী।

আইনের কাজ সুরক্ষা দেওয়া, বাদ দেওয়া নয়।

০ পাঠকের চিঠি

শব্দবাজির দাপট, পশু–পাখিদের কথা ভাবছি তো আমরা!

বলা হয় বাঙালিয়ানায় যেন উৎসবের সমারোহ লেগেই থাকে। বারোমাসে তেরো পার্বণ যেন এই বাক্যবন্ধে আমরা সবাই পরিচিত। দেখতে দেখতে চলে এলো দীপাবলি ও কালিপুজো। আর দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব ও বাজিপটকা ফাটানো। উৎসবে সবাই আনন্দে থাকুক এটাই কাম্য। কিন্তু কিছু কিছু অবিবেচক মানুষের কারণে অনেক সময়ে করুণ পরিণতি হয় পথ কুকুর– বেড়াল ও পাখিদের। অনেকের আনন্দের মাত্রা এইসময়ে এতটাই বেড়ে যায় যে রাস্তায় মাত্রাহীন শব্দে বাজি–পটকা ফাটায়। কেউ কেউ আবার বিবেকহীনতায় পটকাগুলোতে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে দেন পথকুকুরদের গায়ে। প্রশ্ন হলো অবলা জাতিগুলোর কি দোষ এখানে? তারা এই শব্দবাজিতে ভয় পেয়ে যায়। পালিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে চায়, বা খাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু এগুলো কখনই কাম্য না! বিভিন্ন সময়ে পশুপ্রেমীরা ও প্রশাসন থেকে মানুষকে সচেতন করলেও কিছু কিছু অবিবেচক মানুষদের কর্ণপাত হয় কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন! মাথায় রাখতে হবে কারো আনন্দ কখনই যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না হয়ে উঠে।

শংকর সাহা, পতিরাম, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আগামী ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি অনায়াসে জয়ী হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

নির্বাচন বিজেপির জন্য জন্য বড় ইস্যু নয় বরং চাকরি দেওয়া জমির পাট্টা দেওয়া এইসব মূল ইস্যু বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে প্রতিটি দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের প্রতিটি দল নির্বাচন কেন্দ্রিক পরিকল্পনায় ব্যস্ত রয়েছে। তবে আগামী ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি অনায়াসে জয়ী হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন নির্বাচন বিজেপির জন্য জন্য বড় ইস্যু নয়। বরং ছেলেমেয়েদের চাকরি দেওয়া, জমির পাট্টা দেওয়া এইসব বিজেপির জন্য মূল ইস্যু।

সম্প্রতি ডিব্রুগড়ে উপস্থিত হয়ে মহিলা উদ্যমিতা প্রকল্পের অধীনে ১৪ হাজারের অধিক মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে বিতরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্প সংক্রান্তে নিজের অভিমত তুলে ধরে তিনি বলেছেন এটা এক অভূতপূর্ব প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম সহায়ক গোষ্ঠীর প্রতি জন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীকালে এই মহিলাদের ২৫ হাজার টাকা এবং ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এটা অত্যন্ত বড় প্রকল্প। কখনো কল্পনা করতে না পারা একটি প্রকল্প রূপায়ণ করতে সরকার সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি অনায়াসে জয়ী হয়ে যাবে। তিনি ১০০ তে ১০০ শতাংশ জয়ের সম্ভাবনা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করবেন না। তবে বিজেপি ১০০ এমনিতেই জয়ী হবে। সরকারের যা যা করণীয় সেটা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে ডিব্রুগড়ে প্রশান্ত ফুকনকে কে পরাজিত করতে পারবেন। তাকে পরাজিত করার মত এখানে কোনো প্রার্থী নেই। ফলে বিজেপির জন্য নির্বাচন বড় ইস্যু নয়। ছেলে মেয়েদের চাকরি দিতে হবে, জমির পাট্টা দিতে হবে এসবই বড় বিষয়। এটাই বিজেপির কাজ বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

'আমার কোনো সম্পত্তি নেই' ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বড় ঘোষণা, 'আমার কোনো সম্পত্তি নেই'। তার এক টাকাও সম্পত্তি নেই। বেতন ছাড়া তার কোনো টাকা নেই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি। সম্পত্তি টম্পতি তাকে কিছু করতে পারবেনা। সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নিতে ডিব্রুগড় সফর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে রাজ্য সরকারের তরফে মহিলা উদ্যমিতা প্রকল্পের অধীনে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে নিজের সম্পত্তি সংক্রান্তে এভাবেই বক্তব্য বক্তব্য তুলে ধরেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তার নিজের কোনো টাকা নেই। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেতন দিয়েই তিনি চলছেন। এছাড়া তাঁর কোনো সম্পত্তি নেই। সাংবাদিকরা তার স্ত্রীর সম্পত্তি সংক্রান্তে প্রশ্ন করায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি কাজ করে খাচ্ছেন। চুরি করে খাচ্ছেন না। এখানে কেউ যদি ভালো করে কাজ করে খায় তাহলে কার আপত্তি রয়েছে। একাংশ সাংবাদিকরা ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে চান। কিন্তু সাংবাদিকরা কেন কি উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন সেটা তিনি বুঝতে পারেন। কারণ তার এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে চাইলেও লাভ হবে না কারণ তার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে দৃঢ় সুরে ঘোষনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

হোসিয়ারী শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হল-শ্রমিকদের পঞ্চদশ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ হোসিয়ারী শ্রমিকদের বকেয়া তিন বছরের মজুরীবৃদ্ধি অবিলম্বে কার্যকর,অন্ততঃ ১৫ শতাংশ হারে পূজা বোনাস প্রদান সহ শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারী মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ১২ ই অক্টোবর,কোলাঘাটের বরদাবাড় প্রাইমারী স্কুলে,পঞ্চদশ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দেড় শতাধিক হোসিয়ারী শ্রমিক জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, কোলাঘাট ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অর্ঘ্য ঘোষ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না। সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়। মূল বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শান্তি ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নব শাসমল। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ইউনিয়নের অপর যুগ্ম সম্পাদক তপন কুমার আদক। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন,শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে গত ৫ মাস পূর্বে হোসিয়ারী শ্রমিকদের এক বছরের ন্যূনতম মজুরী অনুসারে মাত্র ৩ শতাংশ মজুরীবৃদ্ধি ঘটেছিল। পরের মাসে বকেয়া আর বছরের মজুরীবৃদ্ধি কার্যকর করা হবে বলে মেকার মালিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা সে সময় কথা দিয়েছিল। কিন্তু তা এখনো কার্যকর হয়নি। সম্মেলন থেকে শ্রমমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন সহ আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সবশেষে নারায়ন চন্দ্র নায়ককে উপদেষ্টা,মধুসূদন বেরাকে সভাপতি,তপন কুমার আদক ও নব শাসমল কে যুগ্ম সম্পাদক করে ২৯ জনের শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

টুকরো খবর

মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম ভারতের প্রাণ ও আদর্শ পুরুষ

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ ভগবান রাম আমাদের দেশের কোটি কোটি হিন্দু নর নারীর ইষ্ট দেবতা।ভারতের প্রান ও একজন আদর্শ পুরুষ।রাম আমাদের দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আজ ও প্রবাহমান।রাম কে শুধু হিন্দুরাই মানে তা নয় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।ইন্দোনেশিয়া তে রামায়ণ কে তো স্কুল পাঠ্যে অনিবার্য করে দিয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদীপের নিচেই অন্ধকার।আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত সেক্যুলার বাদীরা রামের অস্তিত্ব কে পর্যন্ত অস্বীকার করেন,রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করেন। রামচন্দ্রের নামে যা তা কথা বলেন।ইনারা সবাই রাক্ষসের মধ্যে পড়ে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্য হন,তাহলে রাম ও কৃষ্ণ ও সত্য।কারন সত্যবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়ে গেছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ,সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।রামচন্দ্র কে আমাদের হিন্দু ধর্মে তাঁকে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসাবে মানা হয়।রামচন্দ্রের মধ্যে ঈশ্বর ভাবের চেয়ে মানব ভাবের প্রকাশ বেশি।তাই তিনি অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ খুব কম দেখিয়েছেন।তিনি একজন আদর্শ পুত্র,আদর্শ দাদা,আদর্শ পতি, আদর্শ বন্ধু,ও আদর্শ রাজা হিসাবে জগতে উদাহরণ প্রস্তুত করে গেছেন যাঁকে আমরা সাধারণ মানুষ অনুসরণ করতে পারি।অনেকেই বলেন রাম নির্দোষ বালিকে বধ করে,সীতার অগ্নি পরীক্ষা করে ও তাকে বনবাস দিয়ে ভালো কাজ করেন নি।আজকাল এমনও কিছু দিগদ্ধাজ পন্ডিতেরা বলেন, রাম তো কোনো ভগবান ই নন,যিনি তাঁর পত্নীকে রাবনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি।ভগবানের লীলা বোঝা সবার পক্ষ্যে সম্ভব নয়।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,, এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে।অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করতে পারি না। রামচন্দ্র মানব রূপে এসেছিলেন তাই সাধারণ মানব হয়ে আদর্শ মানবের লীলা করেছেন।রাজা দশরথের কাছে রানী কৈকেয়ী দুটো বর চাইলেন,এক বরে রামের চৌদ্দ বছর বনবাস ও দ্বিতীয় বরে তারপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক।রামচন্দ্র কোনো বিরোধ না করে বনে যেতে রাজি হয়ে গেলেন পিতৃ সত্য পালন করার জন্য।এখানে তিনি এই প্রস্তাব নাও মানতে পারতেন কারন প্রতিশ্রুতি তার বাবা দশরথ দিয়েছিলেন তিনি নন।এখানে তিনি একজন আদর্শ পুত্রের নজির দেখালেন।পতিব্রতা নারী সীতাদেবী ও আদর্শ ভাই লক্ষন রাজ সুখ পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের সাথে তাঁর সেবা করার জন্য বনে গেলেন।এটাই আমাদের ভারতীয় সমাজের মহানতা ও আদর্শ। রামচন্দ্র যখন বনে গেলেন তখন আসল সীতাকে অগ্নিদেবের কাছে রেখে দিয়ে ছায়া সীতাকে নিয়ে লীলা করলেন।তিনি আগে থেকেই জানতেন কি

ঘটনা ঘটবে।একদিন রাবনের বোন সূর্পনখা সেই বনে এসে রামের রূপে মুগধ হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় রামচন্দ্র বিবাহিত পুরুষ,সাথে স্ত্রী ও রয়েছে তাই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন না।তিনি তাই লক্ষণের কাছে পাঠালেন কিন্তু লক্ষণ ও বিবাহ করার অসম্মতি জানালেন।তখন সূর্পনখা সীতা দেবী কে বধ করার জন্য উদ্যত হলো ।তখন লক্ষণ তার নাক কেটে দিলেন।এখানে রামচন্দ্র একজন আদর্শ পতির পরিচয় দিলেন যে একজন পত্নী থাকতে অন্য কোনো নারীকে গ্রহণ করা উচিত নয়।সূর্পনখা র কথায় রাবন সন্ন্যাসীর বেশে সীতা দেবী কে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেল।লক্ষী স্বরূপিনি সীতা দেবী রাবন কে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য লক্ষণ রেখা পার করে ভিক্ষা নাও দিতে পারতেন কিন্তু তিনি এখানে অতিথি নারায়ণ বলে সংসার ধর্ম পালন করলেন।তিনি চাইলে রাবন কে বধ করতে পারতেন কিন্তু রাক্ষস কুলকে উদ্ধার করার জন্য সীতাদেবী রাবনের লঙ্কায় গেলেন।কারন এজন্যই তাঁদের পৃথিবীতে আসা।রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন, দুষ্ট বালী কে বধ করে বন্ধু ধর্ম পালন করলেন।এখানে তিনি একজন আদর্শ বন্ধুর নিদর্শন প্রস্তুত করলেন কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে।অবশ্য বালী অবশেষে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে নিজের ভুল ও অপরাধের কথা স্বীকার করলেন।রাবন বিভীষণ কে ভালো কথা বলার জন্য তাকে তাড়িয়ে দিলো।বিভীষণ রামের শরনে এলেন।রামচন্দ্র তাঁকে বন্ধুর মর্য্যাদা দিলেন। আমরা কিন্তু বিভীষণ কে ঘরভেদী বিভীষণ বলে জানি কিন্তু আসলে তিনি ভক্ত বিভীষণ তাই তিনি ভগবান কে বন্ধু ও সখা রূপে পেয়েছিলেন।এখানেও সেই আদর্শ বন্ধুর নিদর্শন দেখালেন প্রভু রামচন্দ্র।রাবন বধ হয়ে গেলে সীতাদেবী কে গ্রহণ করার কথা উঠলে রামচন্দ্র আগুন জ্বেলে সেই আগুন পার করে তাঁর কাছে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।এতে লক্ষণ সহ সবাই বিরোধ করলেন।প্রভু রামচন্দ্র সব কথা খুলে বললেন।ছায়া সীতা আগুনে দগদ্ধ হলো।আসল সীতা কে অগ্নিদেব রামচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। সীতা উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরলেন রামচন্দ্র।রাম রাজা হলেন।সীতা দেবী রানী হলেন। এরই মধ্যে সীতা দেবী অন্তরসত্তা হলেন।প্রজাদের মধ্যে চারিদিকে গুঞ্জন উঠলো সীতার চরিত্র নিয়ে।পতি রাম দুঃখিত হলেন কিন্তু রাজা রাম বিচলিত হলেন।অবশেষে রাজা রাম সীতা দেবী কে বনবাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।লক্ষণ কে পাঠালেন বাল্মীকি র তপবনে রেখে আসতে।লক্ষণ এর অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বড় দাদার কথা অমান্য করতে পারলেন না।অবশেষে সীতা মাকে বাল্মীকি র তপবনে ছেড়ে দিয়ে এলেন।লক্ষণ দেখালেন ভ্রাতৃ প্রেম।এদিকে রামচন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহ করলেন না বরং সীতার মতো বনবাসী জীবন পালন করতে লাগলেন।অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পত্নীর প্রয়োজন হয়।কি হবে,হয় সীতা দেবী কে ফিরিয়ে আনতে হবে নচেৎ রামচন্দ্র কে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে।কিন্তু প্রজারা চায় না যে সীতাদেবী পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে আসুক তাই সবাই তাঁকে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুরোধ জানালেন।কিন্তু রামচন্দ্র বললেন,,রামের মনে সীতা ছাড়া অন্য নারীর কোনো স্থান নেই তাই দ্বিতীয় বিবাহ সম্ভব নয়।তখন সবাই মিলে সোনার সীতা মূর্তি বানিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ন করলেন। এই হলো আদর্শ পতি।যথা সময়ে রাম পুত্র লবকুশের জন্ম হলো।বাল্মীকি মুনি সীতাদেবী কে ও লবকুশ কে প্রভু রামচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অযোধ্যায় এলেন।প্রজারা অনুরোধ জানালো সীতা দেবীকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে।পতি রাম রাজা রামের কাছে হেরে গেলেন।কিন্তু সীতাদেবী অগ্নি পরীক্ষা না দিয়ে মা ধরিত্রীর কোলে বসে পাতাল প্রবেশ করলেন।রামচন্দ্র তো জানতেন সীতা শুদ্ধ ও পবিত্র কিন্তু তবু অগ্নি পরীক্ষার বিরোধ করলেন না কেন।এখানে কি পতি রামচন্দ্র পত্নী সীতার সাথে অবিচার করলেন।নারীবাদীরা হয়তো বলবেন হ্যাঁ রামচন্দ্র এখানে সীতাদেবী র উপর অবিচার করলেন কিন্তু রাজা রাম কিন্তু এখানে রাজধর্ম পালন করলেন।তাছাড়া যে কাজের জন্য তাদের মানুষ হয়ে আসা সে কাজ তাঁদের শেষ হয়ে গেছিলো তাই তাঁরা ফিরে গেলেন নিত্যধামে এক অভিনয় করে।জয় শ্রীরাম।

১৬ ইনিংস পর '৩০০', দিল্লি টেস্টকে পঞ্চম দিনে নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

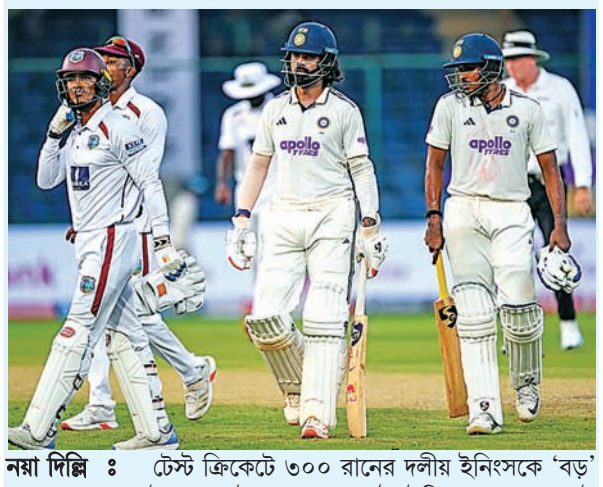

নয়া দিল্লি ঃ টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ রানের দলীয় ইনিংসকে 'বড়' বলার কোনো উপায় নেই। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সেই '৩০০'–ই অধরা হয়ে গিয়েছিল। গত বছরের নভেম্বরে অ্যান্টিগায় বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৪৫০ রান করার পর টানা ১৬ ইনিংসে ৩০০ রানের আশপাশেও যেতে পারেনি ক্যারিবীয়রা। সেই দলটি অবশেষে আবার ৩০০–র দেখা পেল। সেটিও তারা করেছে ফলো অন করতে নেমে। আজ দিল্লিতে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯০ রানে অলআউট হয়েছে, যা দলটির ইতিহাসে ফলো অন করতে নেমে চতুর্থ সর্বোচ্চ। তাতে ইনিংস ব্যবধানে হার এড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতকে আবার ব্যাটিংয়ে নামতে হয়েছে। আর ম্যাচটি গড়িয়েছে পঞ্চম দিনে। সাত ম্যাচ পর আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা কোনো টেস্ট পাঁচ দিনে গড়াল। তবে একটা বিষয়ও প্রায় নিশ্চিত, অবিশ্বাস্য কিছু না হলে এই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারছে। আর ভারত দুই ম্যাচের সিরিজটা জিততে যাচ্ছে ২–০ ব্যবধানে। ১২১ রানের লক্ষ্য ছুঁতে নেমে ভারত চতুর্থ দিনটা শেষ করেছে ১ উইকেটে ৬৩ রান তুলে। কাল শেষ দিনে ৫৮ রান করতে হবে ভারতকে। যশস্বী জয়সোয়াল ৮ রান করে ফেরার পর ৫৪ রানের জুটি গড়েছেন লোকেশ রাহুল ও সাই সুদর্শন। রাহুল ২৫ ও সুদর্শন ৩০ রানে অপরাজিত আছেন। ফলো অন করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ তৃতীয় দিনটা শুরু করেছিল ২ উইকেটে ১৭৩ রান নিয়ে। জন ক্যাম্পবেল ৮৭ ও শাই হোপ ৬৬ রানে শুরু করেন দিন। তৃতীয় উইকেটে ১৭৭ রান যোগ করায় ভাঙে জুটি। ২৫ টেস্টের ক্যারিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরি করে ক্যাম্পবেল রবীন্দ্র জাদেজার বলে এলবিডব্লু হতেই ভাঙে জুটি। ১৯৯ বলে ১২ চার ও ৩ ছক্কায় ১১৫ রান করেছেন ক্যারিবীয় ওপেনার। হোপও পেয়েছেন সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি পাওয়া হোপ ২১৪ বলে করেছেন ১০৩ রান। চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে দলকে ২৭১ রানে রেখে মোহাম্মদ সিরাজের বলে বোল্ড হয়েছেন হোপ। এরপর আর ৪০ রান যোগ হতেই আরও ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরে শেষ জুটিতে ৭৯ রান যোগ করেন জাস্টিন গ্রিভস ও জেইডেন সিলস। সাতে নামা গ্রিভস ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন। ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান সিলস আউট হয়েছেন ৩২ রান করে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ঃ ৫১৮/৫ ডি. ও ১৮ ওভারে ৬৩/১ (সুদর্শন ৩০, রাহুল ২৫ ওয়ারিক্যান ১/১৫)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ ২৪৮ ও ১১৮.৫ ওভারে ৩৯০ (ক্যাম্পবেল ১১৫, হোপ ১০৩, গ্রিভস ৫০, চেজ ৪০, সিলস ৩২ বুমরা ৩৪৪, কুলদীপ ৩১০৪, সিরাজ ২৪৩)।

(চতুর্থ দিন শেষে)

এমএলএস যেন মেসির রাজত্ব

প্যারিস ঃ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ২০২৫ মৌসুম শেষের পথে। ১৯ অক্টোবর ভোরে নাশভিলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিয়মিত মৌসুমের শেষ ম্যাচটি খেলবে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। এবারের নিয়মিত মৌসুমটা ইন্টার মায়ামির জন্য খানিকটা হতাশারই বলা যায়। গত মৌসুমে প্রথমবারের মতো লিগে সবার ওপরে থেকে সাপোর্টাস শিল্ড জিতেছিল তারা। কিন্তু এবার সেই শিরোপা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে দলটি। মায়ামিকে পেছনে ফেলে শিরোপা জিতেছে ফিলাডেলফিয়া।

দল হিসেবে মায়ামি শিরোপা ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেও, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে মেসি ছিলেন বরাবরের মতোই উজ্জ্বল। মৌসুমজুড়েই আলো ছড়িয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ম্যাচের পর ম্যাচে দলকে সামনে থেকে পথ দেখিয়েছেন।

গোল করা এবং গোলে সহায়তার পাশপাশি অনেক নৈপুণ্যের সূচকে চূড়ায় অবস্থান করছেন মেসি। এমএলএসে এখনো অবশ্য একটি করে ম্যাচ বাকি আছে দলগুলোর। কিন্তু তারপরও খুব বেশি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই, মেসি নিজেকে এতোটাই সামনে নিয়ে গেছেন।

মেসি যেন একটি নদীর নাম

মৌসুমে এখন পর্যন্ত হওয়া ৩৩ ম্যাচের ২৭টিতে মাঠে নেমেছেন মেসি। এই ২৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ২৬ গোল করেছেন মেসি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির ডেনিস বুয়াংগার চেয়ে ২ গোল বেশি। গ্যাবন উইঙ্গার অবশ্য মেসির চেয়ে ৩ ম্যাচ (৩০) বেশি খেলেছেন।

গোলে সহায়তায়ও সবার ওপরে মেসি। এই তালিকায় মেসির মতো ১৮ গোলে সহায়তা করে যৌথভাবে শীর্ষে আছেন ডেনিশ উইঙ্গার আন্দ্রেস ড্রেয়ের। কিন্তু ড্রেয়ের মেসির চেয়ে ৬ ম্যাচ বেশি খেলেছেন। মূল দুই পরিসংখ্যানের বাইরে ম্যাচে একাধিক গোল, সুযোগ তৈরি এবং সফল ড্রিবলসহ বেশ কিছু পরিসংখ্যানে সবার ওপরে মেসি।

শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে অবশ্য মেসিকে মাপার সুযোগ নেই। নিউক্লিয়াস হয়ে পুরো মায়ামিকে অনেকটা একাই এগিয়ে নিয়েছেন মেসি। রক্ষণ থেকে আক্রমণভাগ সব জায়গায় মেসি ছিলেন সূত্রধরের ভূমিকায়। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে দলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন।

মেসিকে দেখে লজ্জায় কথা বলতে না পারা সেই ছেলেটিই এখন আর্জেন্টিনার ভবিষ্যৎ

তবে মেসির জন্য দলকে শিরোপা জেতানোর স্বপ্ন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। শিল্ড না জিতলেও মায়ামিকে এমএলএসের প্লে অফে নিয়ে গেছেন মেসি। এখন সুযোগ আছে প্রথমবারের মতো দলকে এমএলএস কাপ জেতানোর। সেটি জিততে পারলে শিল্ড হারানোর যন্ত্রণা অনেকটাই ভুলে যেতে পারবেন আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী।

আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে জায়গা নিশ্চিত যে মিডফিল্ডারের

প্যারিস ঃ আট মাস পরই বিশ্বকাপ ফুটবল। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি চেষ্টা করছেন এর আগেই একটি কার্যকর দল গড়ে তুলতে। সেই লক্ষ্যে আনচেলত্তি যে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে। আন্তর্জাতিক বিরতিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে দারুণ খেলেছে তাঁর দল। ৫–০ গোলের বড় জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি খেলার ধরনেও মুগ্ধ করেছে ব্রাজিল। তবে আনচেলত্তির এই দলে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত জায়গা দেখা যাচ্ছে শুধু একজন খেলোয়াড়ের। তিনি মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেস। এই নিউক্যাসল তারকা নিজের পজিশনের একরকম মালিকই বনে গেছেন বলা যায়। ২০২২ সালের পর থেকে ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি ইতালিয়ান কোচের অধীনে হওয়া পাঁচটি ম্যাচেই মাঠে নেমেছেন। গত সেপ্টেম্বরের তাঁকে 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' খেলোয়াড় বলে উল্লেখ করেছিলেন আনচেলত্তি। এটি নিছক কোনো কথার কথা নয়। রামন মেনেজেস, ফার্নান্দো দিনিজ, দরিভাল জুনিয়রের মতো আনচেলত্তির সময়েও গিমারেস ব্রাজিল দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক ফুটবলার।

কাতার বিশ্বকাপের পর ব্রাজিলের খেলা ৩০ ম্যাচের ২৫টিতেই তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন, একবার বদলি হিসেবে নেমেছেন, মাত্র দুটি ম্যাচ মিস করেছেন। যার একটি আবার নিষেধাজ্ঞার কারণে। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে ২০২৬ বিশ্বকাপের পথে এই নিউক্যাসল তারকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় দলে নিজের গুরুত্ব কতটা বেশি, সেটি উপলব্ধি করতে পারছেন গিমারেস নিজেও। জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় তিনি বলেছেন, 'জাতীয় দলের হয়ে এটাই আমার সেরা সময়গুলোর একটি। এই চক্রে অনেক কিছু ঘটেছে, অনেক উত্থান–পতন ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যায়ে আমরা শক্তিশালী হয়েছি। কোচ যে ফরমেশনই দেন, আমরা ভালো খেলছি। ক্লাবে আরও ভালো করতে চাই, যেন দলে নিজের জায়গা আরও মজবুত হয় এবং কোচ খুশি থাকেন।' আনচেলত্তির অধীনে হওয়া সব কটি ম্যাচেই প্রথম একাদশে ছিলেন গিমারেস। এই সময়েই কোচের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক। এমনকি দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ মিস না করার জন্য তাঁর ফ্লাইটে সমস্যা দেখা দিলে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁকে নিয়ে যায়।

কোচের সঙ্গে বোঝাপড়া নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, 'কোচ আমার ওপর অনেক আস্থা রেখেছেন, আর আমি এখন জাতীয় দলে নিজের সেরা সময়টা কাটাচ্ছি। এটা আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি জাপানে ফিরতে পেরে খুশি। এখানেই তো অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমরা জাপানকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছি, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মাঠে আমাদের পারফরম্যান্স। একাদশ এখনো জানা যায়নি, কিন্তু যিনিই খেলবেন, ভালো ফুটবলই খেলবেন। বিশ্বকাপ সামনে, পুরো দেশ অপেক্ষা করছে। আমরা ভালো করতে চাই, আমি এই মুহূর্তটা উপভোগ করছি।

আনচেলত্তি এখন কাজ করছেন বিশ্বকাপ দল নিয়ে। ফলে সামনের দিনগুলোয় অনেক পরীক্ষা–নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হবে দলকে। এ বিষয়ে গিমারেস বলেন, 'আমরা জানি, এখনো দল চূড়ান্ত হয়নি। কোচের নতুন খেলোয়াড় দেখা বা পরীক্ষা করার ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। বিশ্বকাপ শুধু প্রথম একাদশের ব্যাপার নয় পুরো স্কোয়াডের ব্যাপার। যারা বেঞ্চে থাকবে, তারাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই গ্রুপটা ঠিকঠাক গড়ে তোলা দরকার। কোচ দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা ভালো খেলছি, এই ধারাটা ধরে রাখতে চাই।'

আন্তর্জাতিক বিরতির প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিল আগামীকাল বিকেলে মুখোমুখি জাপানের। সবকিছু ঠিক থাকলে এই ম্যাচেও হয়তো শুরু থেকে একাদশে দেখা যাবে গিমারেসকে।

সেনা কর্মকর্তাদের বিচার নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক, কী প্রভাব পড়বে?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে গুম সংক্রান্ত 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে ১৫ জন্য কর্মরত কর্মকর্তাসহ মোট ২৫ জন সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ঘটনা দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে একযোগে এতজন সেনা কর্মকর্তাকে সিভিল (বেসামরিক) আদালতে বিচারের ঘটনা বিরল।

এরপর থেকে সিভিল আদালতে সেনা কর্মকর্তাদের বিচার, সরকার-সেনা সম্পর্ক এবং সেনাবাহিনীতে এর প্রভাব কেমন হবে তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

শনিবার ১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নেয়ার ঘটনার পর সেনাবাহিনীকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের গুজব, আলোচনা এবং এই প্রক্রিয়ার পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণায় সয়লাব ছিলো সামাজিক মাধ্যম।

তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপি কৌশলী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে আর অন্যরা অনেকেই এ বিষয়ে চুপ থাকার কৌশল নিয়েছেন।

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, আগামী কয়েকদিনে এ ঘটনার গতি প্রকৃতি আরও পরিস্কার হবে। মূলত এরপরই চূড়ান্তভাবে এসব কর্মকর্তার বিষয়ে সেনাবাহিনীর মনোভাব পরিস্কার হবে।

একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা বলছেন, এ ঘটনাটি যেভাবে জনসম্মুখে প্রচার করা হয়েছে, তাতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দেখা যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

আবার কেউ কেউ বলছেন, গত বছর ৫ই অগাস্টের পর থেকে বাংলাদেশে 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' বিচার প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অভিহিত থাকায় এই ঘটনায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীর কোনো ক্ষতি হবে না বলেই তারা মনে করেন।

অন্যদিকে বেসামরিক আদালতে সেনা কর্মকর্তাদের বিচার নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠলেও ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম আজ এক ব্রিফিংয়ে বলেছেন, গুমের দুই মামলাসহ তিন মামলায় পরোয়ানাভুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তার বিচার করার ক্ষমতা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রয়েছে।

অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তারা কি সেনা হেফাজতে থাকবেন নাকি অন্য আসামিদের মতোই তাদের বিবেচনা করা হবে এ নিয়েই যে গুঞ্জন চলছে সে বিষয়ে মি. ইসলাম বলেছেন, আইনের সাধারণ বিধান হচ্ছে আসামি গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হয়। এরপর সিদ্ধান্ত নেবেন আদালত। আসামিরা কোথায় থাকবে সেটি আদালত নির্ধারণ করবে।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ডঃ শাহদীন মালিক বলছেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ অতীতের উদাহরণ পর্যালোচনা করে তিনিও মনে করেন সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার প্রক্রিয়া ট্রাইব্যুনালে অগ্রসর হতে বাধা নেই।

ওদিকে সরকারি বার্তা সংস্থা বাসসকে- প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীর আর কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির কোনো পরিকল্পনা নেই।

এই ঘটনার তাৎপর্য বা প্রভাব কেমন হবে

ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর যেসব সেনা কর্মকর্তাকে সেনা সদর হেফাজতে নেয়ার কথা জানিয়েছে, তাদের মধ্যে একজন মেজর জেনারেল, সাত জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, এক জন কর্নেল, চার জন লেঃ কর্নেল ও এক জন মেজর রয়েছেন। আর এক জন অবসরপ্রস্তুতিকালীন ছুটিতে আছেন।

শনিবার সেনা সদরের ব্রিফিংয়ে সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মোঃ হাকিমুজ্জামান জানিয়েছিলেন যে, দুটি মামলার ৩০ জন আসামির মধ্যে ২৫ জনই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে নয় জন অবসরপ্রাপ্ত, একজন এলপিআরে গেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ১৫ জন।

এর আগে ৮ই অক্টোবর 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' অভিযোগে সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাদের ২২শে অক্টোবরের মধ্যেই ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল।

এরপর থেকেই 'সেনা কর্মকর্তাদের বেসামরিক আদালতে বিচারের' ইস্যুতে পক্ষে বিপক্ষে প্রচার-প্রচারণা, আলোচনা ও বিতর্ক তৈরি হয়।

সাবেক কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলছেন, সামরিক আইনেই যে কোনো ধরনের অপরাধের বিচারের সুযোগ রয়েছে এবং সে কারণেই তারা কেউ কেউ মনে করেন বিষয়টি যেভাবে জনসম্মুখে আনা হয়েছে তা সামরিক বাহিনী মর্যাদা ও সম্মানের সাথে যায়নি।

সেনাবাহিনী জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এই বাহিনীর কেউ কোনো অপরাধ করলে এবং সেটি তদন্ত আদালতে প্রমাণিত হলে তার বিচারের সুযোগ বাহিনীতে আছে। বিষয়টি এভাবে জনসম্মুখে আসার আগে এ বিষয়ক সব বিষয় পরিস্কার হওয়া উচিত ছিলো। সেনাবাহিনীর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়ে সবার সতর্ক থাকা দরকার, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম।

মি. ইসলামের সশস্ত্র বাহিনীতে থাকার সময় সামরিক আদালতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তার মতে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অবদান রেখে সশস্ত্র বাহিনী যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছে সেখানেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এই ঘটনা।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ডঃ আব্দুর রব খান অবশ্য বলছেন, এ ঘটনায় বাহিনীকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না বরং মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ সংক্রান্ত বিচারে সহযোগিতা করে সেনাবাহিনী প্রশংসা কুড়াবে।

এটা পুরো বিচার প্রক্রিয়া অংশ। একে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই এবং এতে পুরো জাতি জড়িত। আমি মনে করি যেভাবে এগুচ্ছে সেটি যথাযথ। এটাকে ম্যাটার অফ ফ্যাক্টস হিসেবে নেয়াই উত্তম। এর সাথে পুরো প্রতিষ্ঠানকে টানা ঠিক হবে না, বলছিলেন তিনি।

সিনিয়র আইনজীবী শাহ্‌দীন মালিকও বলছেন বিডিআর বিদ্রোহে সামরিক অফিসারদের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে প্রচলিত বেসামরিক আদালতে।

এটা নিয়ে তখন সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়া হয়েছিলো। তারাও বলেছিলো নরমাল আদালতেই বিচার হতে পারে। সুতরাং অতীতের উদাহরণ পর্যালোচনায় এটা বলা যায় যে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বেসামরিক আদালতে সেনাকর্মকর্তাদের বিচারে বাধা নেই।

কিন্তু আইনে যাই থাকুক, একযোগে এতজন সেনা কর্মকর্তার বিচার প্রসঙ্গই বড় ধরনের আলোচনার জন্ম দিয়েছে। নাম প্রকাশ করতে চাননি এমন দুজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা বলছেন, যেভাবে প্রচার করা হয়েছে বিষয়টি তা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এর ফলে বাহিনীর ভেতরে কেমন প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেনা কর্তৃপক্ষ কীভাবে তা সামাল দেন সেদিকেও অনেকের দৃষ্টি থাকবে বলে মনে করেন তিনি। আবার সশস্ত্র বাহিনী থেকে অন্য নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে যারা ডেপুটেশনে যাবেন তাদের কাজেও বড় ধরনের প্রভাব আসবে বলে কেউ কেউ মনে করছেন।

ওদিকে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ মনোভাবের কথা বিবেচনায় নিয়েই এ বিষয়ে কৌশলী অবস্থান নিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। যদিও অনেকের ধারণা, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার পরেই এবং তাদের সায় নিয়েই 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' মামলায় অভিযুক্ত সেনাকর্মকর্তাদের বিষয়ে অগ্রসর হয়েছে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিএনপি এক বিবৃতিতে বলেছে, সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য এই দেশের, এই মাটির গর্বিত সন্তান। আর তাই, অধিকাংশ সেনা সদস্য নিশ্চিতভাবেই মন থেকে চান, সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক, যাতে কোনো সরকার আর কখনো সেনাবাহিনীর কাছে গুম-খুনের মতো অন্যায় নির্দেশ দিতে না পারে।

অর্থাৎ এর মাধ্যমে অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিষয়ে এখন পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার প্রতি এক ধরনের সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দলটির এই বিবৃতিতে।

প্রসঙ্গত, বুধবার গুমের দুই মামলায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জারি করা ওই গ্রেফতারি পরোয়ানা বৃহস্পতিবার পুলিশের মহাপরিদর্শকের কাছে পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

এর আগে, পরোয়ানা জারির আদেশের মাত্র দুইদিন আগে গত সোমবার রাতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের, ১৯৭৩-এ (২০-সি) সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন মন্ত্রণালয়। প্রসিকিউটররা বলছেন, এই প্রজ্ঞাপনের কারণে ফৌজদারি অপরাধের মামলায় যেসব সেনা কর্মকর্তা অভিযুক্ত হবেন, তারা আর সরকারি চাকরির কোনো পদে বহাল থাকতে পারবেন না।

আলোচনায় আগের কিছু ঘটনা

সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর নামে-বেনামে যেসব বিতর্ক হচ্ছে তাতে পুরনো কিছু ঘটনাও উঠে আসছে।

বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক ও পরে সেনা প্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচন করে রাষ্ট্রপতি হওয়া জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক আদালতে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো।

এ ঘটনায় তখনকার একদল সিনিয়র আইনজীবী উচ্চ আদালতে বিষয়টি উত্থাপনের চেষ্টা করলে তখন আদালত এটিকে শুনানির জন্যই আমলে নেয়নি বলে জানিয়েছেন একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা।

আদালত তখন পরিস্কার বলেছিলো যে এটা সামরিক আদালতের বিষয়। এই আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নয় এটি, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ওই সাবেক কর্মকর্তা।

এর আগেও পাকিস্তান আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শামসুজ্জোহা হত্যাকাণ্ডের পর তখনকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এক চিঠির পর ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সাথে দেখা করে শামসুজ্জোহা হত্যাকাণ্ডের জন দায়ী সামরিক কর্মকর্তাদের সিভিল কোর্টে বিচারের প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন আইয়ুব খান তাদের বলেছিলেন যে সামরিক কর্মকর্তাদের সিভিল আদালতে বিচারের সুযোগ নেই।

তবে বাংলাদেশেই আবার সাম্প্রতিক কালে নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাত খুনের ঘটনায় জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের বিচার সাধারণ আদালতেই হয়েছে।

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় সেনাকর্মকর্তাদের হত্যার বিচারও বেসামরিক আদালতে হয়েছে।

আবার আওয়ামী লীগ আমলেই সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসকে হত্যা চেষ্টা মামলায় পাঁচ সেনা কর্মকর্তাকে সামরিক আদালতে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, পেশাগত কাজের সময় সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য কোনো অপরাধ করলে তার সামরিক আইনে বিচার হবে।

সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য পেশাগত কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো অপরাধ করেন, তাহলে সেটি সামরিক আইনে বিচার হবে। কিন্তু যদি সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করেন, তখন তার বিচার সাধারণ আদালতে হতে কোনো বাধা নেই।

ইতোপূর্বে এ ধরনের বিচারের একাধিক নজির রয়েছে, বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

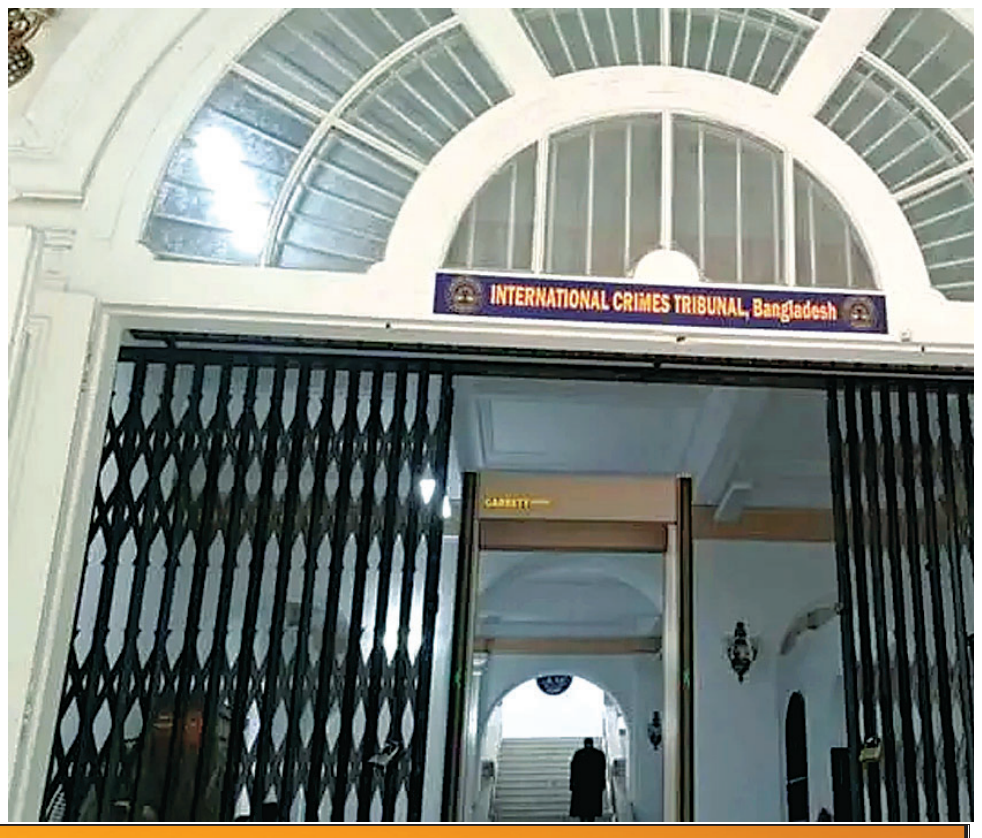

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
14:10:2025

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ফিলিস্তিনি বন্দিদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুক্তির আভাস ইসরায়েলের

জেরুজালেম: ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির পাশাপাশি ইসরায়েল থেকেও ফিলিস্তিনি বন্দিদের আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুক্তির আশা করা হচ্ছে। জেরুজালেম থেকে বিবিসির সংবাদদাতা টম বেনেট জানিয়েছেন, ২৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দি এবং গাজা থেকে আটক ১ হাজার ৭০০ জনকে মুক্তি দেওয়ার আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ২২টি শিশুও আছে। ইসরায়েলের সংবাদ মাধ্যম বলছে, দখলিকৃত পশ্চিম তীরে অফের কারাগার থেকে এসব বন্দিরা মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শুক্রবার এসব বন্দিদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের বিচার মন্ত্রণালয়। যারা মুক্তি পাবেন তাদের জন্য সকাল থেকেই কারাগারের বাইরে তাদের স্বজনরা অপেক্ষা করছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পশ্চিম তীরে একশ বন্দি মুক্তি পাবেন। তাদের গাজা বা মিশরে পাঠানো হবে। আর একটি ছোট অংশ মুক্তি পাবে পূর্ব জেরুজালেমে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন ‘গাজায় যুদ্ধ শেষ’

তেলআবিব ঃ ইসরায়েলের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার জন্য এয়ারফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় 'যুদ্ধ শেষ হয়েছে' এবং যুদ্ধবিরতি বহাল থাকবে।

যুদ্ধ সমাধানে আমিই ভালো। শান্তির জন্য আমি ভালো, সাংবাদিকদের বলেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে তার খুবই ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি (নেতানিয়াহু) চমৎকার কাজ করেছেন। কিছু বিষয়ে তার সাথে আমার মতপার্থক্য ছিলো এবং সেগুলো দ্রুত সমাধান করা হয়েছে।

কাতারের প্রশংসা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, দেশটির কৃতিত্ব পাওয়া উচিত। আমি মনে করি যেভাবে কাতার আমাদের সহায়তা করেছে তা অসাধারণ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে বারবার নোবেল শান্তি পুরস্কারের বিষয়ে তার আগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। গাজায় সংঘাত হলো অষ্টম যুদ্ধ যা আমি সমাধান করেছি। আমি নোবেলের জন্য করিনি। আমি এগুলো করেছি জীবন রক্ষার জন্য।

আইনজীবীরা বলছেন, পেশাগত কাজের সময় সামরিক বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো অপরাধ করলে তার সামরিক আইনে বিচার হয়।

এ সময় তিনি জানান যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কথা তিনি শুনেছেন।

ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি গাজা শান্তি বৈঠকের আয়োজন করছেন।

মিশরে এই বৈঠকে যারা যোগ দিবেন, তাদের মধ্যে আছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁক্র, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মেৎস, ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ও স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ।

তেলআবিবে জড়ো হচ্ছে মানুষ

দীর্ঘ অপেক্ষার পর জিম্মি থাকা প্রিয়জনকে স্বাগত জানাতে তেলআবিবে জড়ো হতে শুরু করেছে ইসরায়েলিরা। সেখানে বড় পর্দার সামনে অবস্থান নিয়েছেন জিম্মি ও নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা।

সেখান থেকেই জিম্মিদের মুক্তির দৃশ্য সরাসরি দেখতে পাবে মানুষ।

কয়েক মাস ধরে এই চত্বরেই নিয়মিত জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে সমাবেশ হয়েছে।

ওদিকে ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ বলেছে, এর আগে জিম্মিরা যে প্রক্রিয়ায় মুক্তি পেয়েছিলেন এবারেও তাই হবে।

জিম্মিদের আইডিএফের হাতে হস্তান্তর করবে রেড ক্রস। পরে তাদের ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় সামরিক ঘাঁটিতে নেওয়া হবে। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পরিবারের সদস্যরা তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন।

জিম্মিদের মধ্যে কারা জীবিত আছে

আজই হামাস ৪৮ জিম্মিকে মুক্তি দিবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ২০ জন জীবিত আছে বলে মনে করা হয়।

এরা হলেন, অ্যারিয়েল কুনিও ও তার ভাই ডেভিড কুনিও। ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারা অপহৃত হয়েছিলেন। পরিবারের কাছে পাঠানো সবশেষ বার্তায় তিনি বলেছেন, আমরা একটা হরর মুভির মধ্যে আছি।

এভিয়াটার ডেভিড, তাকে নোভা উৎসব থেকে অপহরণ করা হয়েছিলো।

গালি ও জিভ বারম্যান– ২৮ বছর বয়সী দুই জমজ ভাই। তাদের কিবুত্য কেফার আজা থেকে অপহরণ করেছিলো হামাস।

ওমরি মিরান। অপহৃত হয়েছিলেন যারা তাদের মধ্যে এখন বেঁচে থাকাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বয়সী। তার বয়স ৪৮।

বাকী জিম্মিরা হলেন ঃ মাতান আংরেস্ট (২২), মাতান জানগৌকার (২৫), নিমরদ কোহেন (২১), গাই গিলবোয়া ডালাল (২৪), ইয়োসেফ চাইম ওহানা (২৫), এলকানা বহবত (৩৬), আভিনাতান ওর (৩২), এইতান ওর (২৫), বার কুপারশটেইন (২৩), সেগেভ কালফন (২৭) ও রম ব্রাসলাভস্কি (২১)।

ব্লেয়ারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার তথাকথিত বোর্ড অব পিস-এ থাকবেন কি-না তা নিয়ে তিনি এখনো সিদ্ধান্ত নেননি।

আমি সবসময় টনিকে পছন্দ করি, কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে তিনি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পছন্দ কি-না, ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, তিনি চান দ্রুত এই বোর্ড গঠিত হোক।

এর আগে রোববার পিএলও'র উপ-প্রধান গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্লেয়ারের সঙ্গে বৈঠকের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, তার সংগঠন ট্রাম্প, ব্লেয়ার ও অন্যদের সাথে কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছে।

এবারে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিল্লিতে তালেবান মন্ত্রীর নতুন সাংবাদিক সম্মেলন

নয়াদিল্লি। দুদিন আগের সাংবাদিক সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়া নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে আফগানিস্তানের তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি রবিবার দিল্লিতে নতুন এক সংবাদ সম্মেলনের আযোজন করেন তবে এবার নারী সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ জানিয়ে।

ভারতে এক সপ্তাহব্যাপী এক আলোচিত সফরে থাকা মি মুত্তাকি সম্প্রতি তুমুল বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন, কারণ ১০ অক্টোবর দিল্লিতে তার আগের সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন না।

শুধু পুরুষ সাংবাদিকদের নিয়ে সেই বৈঠকের ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাংবাদিকরা তো বটেই, বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নারী অধিকারকর্মীরাও ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

ভারতের এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান উইমেনস প্রেস কোর (ডব্লিউপিসি) নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়াকে 'অত্যন্ত বৈষম্যমূলক' বলে অভিহিত করে বিবৃতি দেয়, কূটনৈতিক প্রোটোকল বা ভিয়েনা কনভেনশনকোনোটিই এই বৈষম্যের স্বপক্ষে যুক্তি হতে পারে না।

তবে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে নারী সংবাদকর্মীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, তারা অনেকেই মি মুত্তাকিকে নানা প্রশ্নও করেছেন।

শুক্রবারের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে নারীদের দূরে রাখার ঘটনায় যারা সবার আগে প্রতিবাদ জানান, তাদের মধ্যে ছিলেন দিল্লির সিনিয়র কূটনৈতিক সংবাদদাতা নয়নিমা বসু।

মিস বসু অবশ্য এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি মি মুত্তাকির কাছে জানতে চান, ভারত আফগানিস্তানে তাদের দূতাবাস নতুন করে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু সেখানে ডে ২০০৮ সালের মতো হামলার ঘটনা আবার ঘটবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার জবাবে বলেন, 'আফগানিস্তান মেঁ আমন হ্যায়!' (আফগানিস্তানে শান্তি আছে)।

সমালোচনার জবাবে যা বললেন মুত্তাকি

কেন তার আগের সাংবাদিক সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের দূরে রাখা হয়েছিল, মি মুত্তাকিকে যথারীতি সেই প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়েছিল।

ওই বিতর্কের রেশ ধরে এদিন মি মুত্তাকি বলেন, নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়ার ঘটনা মোটেও ইচ্ছাকৃত ছিল না, বরং প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই ওটা ঘটেছিল।

তিনি আরও বলেন, আসলে প্রেস কনফারেন্সটি হঠাৎ করেই নির্ধারিত হয়েছিল, এবং খুব সীমিত সংখ্যক সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমন্ত্রণ তালিকাটি নির্দিষ্টভাবে তৈরি হয়েছিল যে সব নাম আমাদের হাতের কাছে ছিল তার ভিত্তিতে, এর বাইরে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না!

মি মুত্তাকি সেই সঙ্গেই যোগ করেন, হাতে আসলে সময় খুব কম ছিল, তাই মাত্র কয়েকজন সাংবাদিককেই আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়েছে। তবে কারও অধিকার সে তিনি পুরুষ বা নারী যেই হোন -কখনোই অস্বীকার করা উচিত নয়।

শুক্রবারের ঘটনার জন্য স্পষ্টতই তার অবস্থান ছিল রক্ষণাত্মক তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারেবারেই বোঝাতে চেয়েছেন সময়ের স্বল্পতা আর তাড়াহুড়ো করার জন্যই নারীরা বাদ পড়েছেন, যদিও সেটা তাদের কখনোই উদ্দেশ্য ছিল না!

দায় ঝেড়ে ফেলছে ভারত সরকার

আমির খান মুত্তাকির শুক্রবারের বিতর্কিত সাংবাদিক সম্মেলনটি তার ভারত সফরের সময়, এবং ভারতের রাজধানীর বুকে হলেও দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর কোনো দায় নিতে রাজি হয়নি।

বরং এই গোটা বিতর্কে তাদের ঘোষিত অবস্থান হলো ঃ'এতে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।'

নারী সাংবাদিকদের দূরে রাখা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর ভারত সরকার জানায়, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওই 'বৈষম্যমূলক' সংবাদ সম্মেলন আযোজনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং তারা জানতেনও না যে তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করতে যাচ্ছেন।

দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সূত্রের কথায়, তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শুক্রবারের সংবাদ সম্মেলন হয়েছে দিল্লিতে আফগান দূতাবাসের ভেতরে, যেটাকে কূটনৈতিক পরিভাষায় আফগানিস্তানের ভূখণ্ড বলে ধরা হয়।

কাজেই আফগানিস্তান তাদের 'সার্বভৌম' ভূখণ্ডের ভেতরে কী করছে বা সাংবাদিক সম্মেলনে কাকে ডাকছে বা না ডাকছে সেটা ভারতের দেখার বিষয় নয়, এমনটাই যুক্তি দিতে চেয়েছেন তারা।

কূটনৈতিক সংবাদদাতা নয়নিমা বসু অবশ্য বলছেন, এখনও ভারতের সঙ্গে তালেবান সরকারের পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, ভারত এখনও আফগানিস্তানে সেই সরকারকে পূর্ণ স্বীকৃতিও দেয়নি। এই অবস্থায় দিল্লিতে আফগান দূতাবাসের ক্যাম্পাসকে কীভাবে আফগানিস্তানের সার্বভৌম ভূখণ্ডের অংশ বলা যায়, তা আমার বোধগম্য নয়!

ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক নেতারাও এই প্রসঙ্গে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, ভারতের মাটিতে এমন বৈষম্যমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়াটাই আসলে দেশের জন্য লজ্জাজনক।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এক্স-এ লিখেছেন, নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়ার এই ঘটনাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নারী অধিকার বিষয়ে দুর্বল অবস্থানই প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি আরও লেখেন, এ ধরনের বৈষম্যের মুখেও আপনি চুপ আর আপনার নীরবতা 'নারী শক্তি' নিয়ে আপনার স্লোগানগুলোও যে শূন্যগর্ভ, তা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী মন্তব্য করেন, যদি নারী অধিকার সম্পর্কে আপনার অবস্থান কেবল নির্বাচনী কৌশল না হয়, তবে কীভাবে ভারতের যোগ্য নারী সাংবাদিকদের এভাবে অপমানিত হতে দেওয়া হলো? তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, এই ঘটনা চরম লজ্জাজনক এর মাধ্যমে ভারত সরকার প্রতিটি ভারতীয় নারীকেই অপমান করেছে।

কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র জয়রাম রমেশও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তালেবান নারী সাংবাদিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিলআর ভারত সরকার তাতে সম্মতি জানাল, ভাবা যায়! আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের প্রাক্কালে তো এটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য!

নারী অধিকার নিয়ে তালেবানের অবস্থান

২০২১ সালের অগাস্টে আফগানিস্তানে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে তালেবান নারীদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির পর নারীদের শিক্ষা নিষিদ্ধ, অধিকাংশ চাকরিতে নিষেধাজ্ঞা, এমন কী পার্ক, জিম ও বিউটি স্যালনেও তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জাতিসংঘ গত জুলাই মাসেই সতর্ক করে বলেছিল, আফগানিস্তানে নারীদের ওপর গভীর, ক্রমবর্ধমান, ব্যাপক ও পদ্ধতিগত দমননীতি চলছে এবং তালেবানকে তা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

তবে জাতিসংঘের হুঁশিয়ারির পরও আফগানিস্তানে নারীদের অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়েছে, এমন কোনও লক্ষণ নেই!

আজকের সংবাদ সম্মেলনে মুত্তাকি যা বললেন

রোববারের এই দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলনে আমির খান মুত্তাকি বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে তার আলোচনায় আফগানিস্তানে স্থগিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পুনরায় শুরু করার বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হয়েছে। তিনি আরও জানান, শিগগিরই আফগান কূটনীতিকরাও দিল্লিতে ফিরবেন।

তিনি বলেন, ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্য বাড়ানোর পাশাপাশি পাকিস্তান-ভারতের মাঝে ওয়াঘা সীমান্ত পুনরায় খুলে দেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছে আফগানিস্তান।

এছাড়াও ভারতে আটক আফগান নাগরিকদের প্রত্যাবাসন এবং দেওবন্দ দারুল উলুম-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নতুন ছাত্র বিনিময় কর্মসূচি চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়। অমৃতসর ও আফগানিস্তানের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট শিগগিরই চালু হবে বলেও ঘোষণা করেন তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সে দেশে নারী শিক্ষার বিষয়ে মি মুত্তাকি দাবি করেন, আফগানিস্তানের অনেক এলাকায় নারী ও কন্যারা ইতিমধ্যেই পড়াশোনা করছে সীমাবদ্ধতা রয়েছে কেবল নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে।

বছরকয়েক আগে আফগানিস্তানে ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি বলেন, আমরা সব প্রাণহানির ঘটনাতেই দুঃখিত। গত চার বছরে কোনো সাংবাদিকের ক্ষতি হয়নি, এটাও মনে করিয়ে দেব।

পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে মি মুত্তাকি বলেন, আমাদের পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই, তবে কিছু উপাদান সমস্যা সৃষ্টি করে।

আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি বলেন, ৪০ বছর ধরে সোভিয়েত, আমেরিকান, নেটো সবাই এসেছে কিন্তু এখন আমরা স্বাধীন, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি।

আফগানিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি দাবি করেন, আমাদের দেশ এখন নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। মানুষ ব্যবসা করছে, জীবন চলছে স্বাভাবিকভাবে।

তিনি একথাও অস্বীকার করেন যে আফগানিস্তানে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র কোনো ঘাঁটি রয়েছে।

আর পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত প্রসঙ্গে তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পাক-আফগান সীমান্ত ২,৫০০ কিমি জুড়ে - এমন দুর্গম অঞ্চল ইতিহাসে কেউই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।